প্রথম অধ্যায়

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত রাজ্যভোগ করার পর, পূর্ণজ্ঞানে পুনরায় নিষ্ঠাপরায়ণ হয়েছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন, এবং তারপর তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতি আসক্ত হন, কিন্তু অবশেষে তিনি জড় সুখভোগের প্রতি পুনরায় অনাসক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করেছিলেন। সেই কথা শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে বিষয়-বিমুখ ভগবদ্ভক্ত বিষয়ের প্রতি পরে আসক্ত হয়েছিলেন। তাই বিস্ময়ান্বিত হয়ে তিনি শুকদেব গোস্বামীকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

তার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে, ভগবদ্ভক্তি যেহেতু চিন্ময়, তাই তা কোন প্রকার জড় প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। প্রিয়ব্রত এই দিব্য জ্ঞান নারদ মুনির উপদেশে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি রাজ্য সুখভোগের জীবনে প্রবেশ করতে চাননি। তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাদের অনুরোধে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন।

সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেরই কর্তব্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। বৃষ যেমন নাসাবিদ্ধ রজ্জুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনই সমস্ত বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাই, সভ্য মানুষ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অনুসারে আচরণ করে। জড়-জাগতিক জীবনেও কেউই স্বাধীনভাবে কর্ম করতে পারে না। সকলকেই ভগবান প্রদত্ত বিশেষ শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়, এবং তার ফলে তাদের বিভিন্ন স্তরের সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। কেউ যদি কৃত্রিমভাবে গৃহত্যাগ করে বনেও যায়, তবুও সে বৈষয়িক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস করার জন্য, গৃহস্থ-জীবনকে একটি দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন বশীভূত হয়, তখন গৃহে থাকা অথবা বনে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পিতা মনু গৃহত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত তখন

বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। বর্হিষ্মতীর গর্ভে তাঁর আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি নামক দশটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর গর্ভে ঊর্জস্বতী নামক একটি কন্যারও জন্ম হয়। মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পত্নী এবং পরিবারের সঙ্গে বহু সহস্র বৎসর বাস করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথের চাকার ছাপ থেকে সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, এবং অবশিষ্ট সাত পুত্র সপ্ত দ্বীপের অধীশ্বর হন। প্রিয়ব্রতের অন্য আর এক পত্নীর গর্ভে উত্তম, রৈবত এবং তামস নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা তিন জনেই মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত মুক্তিলাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

রাজোবাচ

প্রিয়ব্রতো ভাগবত আত্মারামঃ কথং মুনে ।
গৃহেঽরমত যন্মূলঃ কর্মবন্ধঃ পরাভবঃ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **প্রিয়ব্রতঃ**—মহারাজ প্রিয়ব্রত; **ভাগবতঃ**—মহান ভগবদ্ভক্ত; **আত্ম-আরামঃ**—যিনি আত্ম-উপলব্ধিতে রমণ করেন; **কথম্**—কেন; **মুনে**—হে মহর্ষি; **গৃহে**—গৃহে; **অরমত**—ভোগ করেছিলেন; **যৎ-মূলঃ**—মূল কারণ-স্বরূপ; **কর্ম-বন্ধঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন; **পরাভবঃ**—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষি! মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন আত্মজ্ঞানী পরম ভগবদ্ভক্ত, তিনি কেন গৃহস্থ-আশ্রমে রত হয়েছিলেন? কারণ গৃহই সকাম কর্মের বন্ধনের মূল কারণ এবং মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনে মানুষকে অকৃতকার্য করে।

তাৎপর্য

চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, নারদ মুনি মহারাজ প্রিয়ব্রতকে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। মনুষ্য-জীবনের

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্ম-উপলব্ধির পর ধীরে ধীরে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। নারদ মুনি যেহেতু রাজাকে সেই বিষয়ে পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছিলেন, তবুও কেন তিনি পুনরায় ভববন্ধনের প্রধান কারণ-স্বরূপ গৃহস্থ-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন? মহারাজ প্রিয়ব্রত গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন শুনে পরীক্ষিৎ মহারাজ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি কেবল আত্ম-উপলব্ধিই লাভ করেননি, অধিকন্তু তিনি ছিলেন ভগবানের উত্তম ভক্ত। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণই থাকে না, তবুও মহারাজ প্রিয়ব্রত যে গৃহস্থ-জীবন ভোগ করেছিলেন তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল। কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, "গৃহস্থ-জীবন ভোগ অনুচিত কেন?" তার উত্তর হচ্ছে যে গৃহস্থ-জীবনে মানুষ কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইন্দ্রিয় উপভোগই গৃহস্থ-জীবনের সারবস্তু, এবং মানুষ যতদিন ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য কঠোর পরিশ্রমে মনকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন করে, ততদিন সে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা মনুষ্য-জীবনের সব চাইতে বড় পরাজয়। মনুষ্য-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু মানুষ যতদিন তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে, একটি সাধারণ পশুর মতো আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এই পাশবিক আচরণগুলিতে মগ্ন থাকে, ততদিন তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। এই প্রকার জীবনকে বলা হয় *স্বরূপ-বিস্মৃতি*। তাই বৈদিক সভ্যতায় জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষাদান করা হয়। ব্রহ্মচারীর পক্ষে তপশ্চর্যা এবং স্ত্রীসঙ্গ বর্জন অবশ্য কর্তব্য। তাই যদি কেউ ব্রহ্মচর্যের বিধি পূর্ণরূপে পালন করেন, তাহলে তিনি সাধারণত গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেন না। তখন তাকে বলা হয় *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী*। তাই *নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য* সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি যে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেছিলেন, তা পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছিল।

এই শ্লোকে *ভাগবত আত্মারামঃ* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আত্মতৃপ্ত হন, তাহলে তাকে *ভাগবত আত্মারামঃ* বলা হয়। তৃপ্তি বহু প্রকার রয়েছে। কর্মীদের তৃপ্তি ভোগে, জ্ঞানীদের তৃপ্তি ব্রহ্মনির্বাণে, এবং ভক্তদের তৃপ্তি ভগবানের সেবায়। ভগবান আত্মারাম কারণ তিনি পূর্ণ ঐশ্বর্যময়, এবং যিনি তাঁর সেবা করে তৃপ্ত হন, তাঁকে বলা হয় *ভাগবত আত্মারামঃ*। *মনুষ্যাণাং সহস্রেষুঃ*—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রয়াসী হন, এবং এই প্রকার হাজার হাজার সিদ্ধিকামীদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সংসারের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মতৃপ্ত হন। সেই তৃপ্তিও কিন্তু পরম তৃপ্তি

নয়। জ্ঞানী এবং কর্মীদের এমনকি যোগীদেরও কামনা-বাসনা রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিষ্কাম। ভগবানের সেবার ফলে যে তৃপ্তি, তাকে বলা হয় *অকাম*, এবং সেটিই হচ্ছে পরম তৃপ্তি। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন, "সর্বোচ্চ স্তরের তৃপ্তি পূর্ণরূপে লাভ করার পরেও, কেউ কিভাবে গৃহস্থ-জীবনে তৃপ্ত হতে পারেন?"

এই শ্লোকে *পরাভবঃ* শব্দটিও তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যখন গৃহস্থ-জীবনে তৃপ্ত হয়, তখন তার সর্বনাশ হয়, কারণ তার ফলে সে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। গৃহস্থ-জীবনের কার্যকলাপ যে মানুষকে কিভাবে গভীর থেকে গভীরতর বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, সেই কথা প্রহ্লাদ মহারাজ বর্ণনা করেছেন। *আত্মপাতং গৃহম্ অন্ধকূপম্*—গৃহস্থ-জীবন ঠিক একটি অন্ধকূপের মতো। কেউ যদি এই অন্ধকূপে পতিত হয়, তাহলে তার আধ্যাত্মিক মৃত্যু অবধারিত। মহারাজ প্রিয়ব্রত যে কিভাবে গৃহস্থ-আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও মুক্ত পরমহংস ছিলেন, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

ন নূনং মুক্তসঙ্গানাং তাদৃশানাং দ্বিজর্ষভ ।
গৃহেষ্বভিনিবেশোঽয়ং পুংসাং ভবিতুমর্হতি ॥ ২ ॥

ন—না; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **মুক্ত-সঙ্গানাম্**—যাঁরা বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত; **তাদৃশানাম্**—সেই প্রকার; **দ্বিজ-ঋষভ**—হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-জীবনে; **অভিনিবেশঃ**—অত্যধিক আসক্তি; **অয়ম্**—এই; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ভবিতুম্**—হওয়া; **অর্হতি**—সম্ভব।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভগবদ্ভক্তেরা নিশ্চিতভাবে মুক্ত পুরুষ, তাই তাঁদের পক্ষে গৃহের প্রতি এই প্রকার আসক্তি সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, জীব এবং পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায় না। সেই কথা ভগবান *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/২১) প্রতিপন্ন করেছেন। *ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ*—"ভগবদ্ভক্তি

সম্পাদনের ফলেই কেবল আমাকে জানা যায়।" তেমনই *ভগবদ্গীতায়ও* (১৮/৫৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" তাই ভক্তের পক্ষে গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ ভক্ত এবং তাঁর সঙ্গীরা মুক্ত। সকলেই আনন্দের অন্বেষণ করছে, কিন্তু এই জড় জগৎ নিরানন্দময়। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই কেবল আনন্দ লাভ করা সম্ভব। গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্তি এবং ভগবদ্ভক্তি পরস্পর বিরোধী। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত যে যুগপৎ ভগবানের সেবায় এবং গৃহস্থ-জীবনের প্রতি আসক্ত ছিলেন, সেই কথা শুনে পরীক্ষিৎ মহারাজ কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩

মহতাং খলু বিপ্রর্ষে উত্তমশ্লোকপাদয়োঃ ।
ছায়ানির্বৃতচিত্তানাং ন কুটুম্বে স্পৃহামতিঃ ॥ ৩ ॥

মহতাম্—মহান ভক্তদের; **খলু**—নিশ্চিতভাবে; **বিপ্র-ঋষে**—হে বিপ্রর্ষি; **উত্তম-শ্লোক-পাদয়োঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম; **ছায়া**—ছায়ায়; **নির্বৃত**—তৃপ্ত; **চিত্তানাম্**—যাদের চেতনা; **ন**—কখনই না; **কুটুম্বে**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি; **স্পৃহা-মতিঃ**—আসক্তচিত্ত।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মর্ষি! যে মহাত্মাগণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, সেই শ্রীপাদপদ্মের ছায়ায় তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হয়েছে। তাঁদের চেতনা কখনই আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আসক্ত হতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়* । তিনি বর্ণনা করেছেন, নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ছায়া এতই স্নিগ্ধ ও সুশীতল যে, জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দাবাগ্নিতে সর্বদা দগ্ধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সেই শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন এবং তার ফলে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেন। গৃহস্থ-জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পার্থক্য তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা গৃহস্থ-জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছেন। যাঁরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে আসেন, তাঁরা কখনই গৃহস্থ-জীবনের কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হন না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৯) বলা হয়েছে,

পরম দৃষ্ট্বা নিবর্ততে—কেউ যখন উচ্চতর স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিকৃষ্ট স্তরের কার্যকলাপ আপনা থেকেই ত্যাগ করেন। এইভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করা মাত্রই মানুষ গৃহস্থ-জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়।

শ্লোক ৪

সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্দারাগারসুতাদিষু ।
সক্তস্য যৎসিদ্ধিরভূৎকৃষ্ণে চ মতিরচ্যুতা ॥ ৪ ॥

সংশয়ঃ—সন্দেহ; **অয়ম্**—এই; **মহান্**—মহান; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **দার**—স্ত্রীর প্রতি; **আগার**—গৃহ; **সুত**—সন্তান; **আদিষু**—ইত্যাদি; **সক্তস্য**—আসক্ত ব্যক্তির; **যৎ**—যেহেতু; **সিদ্ধিঃ**—সিদ্ধি; **অভূৎ**—হয়েছিল; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **চ**—ও; **মতিঃ**—আসক্তি; **অচ্যুতা**—অচ্যুত।

অনুবাদ

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহান ব্রাহ্মণ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো ব্যক্তি, যিনি তাঁর পত্নী, সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভাবনায় সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কৃষ্ণভক্তির এই পরম সিদ্ধিলাভ কি করে সম্ভব হয়েছিল, সেই কথা ভেবে মহারাজ পরীক্ষিৎ আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ॥

গৃহস্থ-জীবনের কর্তব্য সম্পাদনের ব্রত যিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ অধিকাংশ গৃহব্রতরাই ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ক্রমশ জড় অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে অধঃপতিত হয় (*অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্*)। তাদের পক্ষে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়া কি করে সম্ভব? মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন তাঁর এই মহাসংশয় ছিন্ন করেন।

শ্লোক ৫

শ্রীশুক উবাচ

বাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দমকরন্দরস আবেশিত-চেতসো ভাগবতপরমহংস দয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বাঢ়ম্**—সঠিক; **উক্তম্**—আপনি যা বলেছেন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **উত্তম-শ্লোকস্য**—যিনি উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন; **শ্রীমৎ-চরণ-অরবিন্দ**—অত্যন্ত সুন্দর এবং সুরভিত পদ্মের মতো যাঁর চরণ; **মকরন্দ**—মধু; **রসে**—অমৃতে; **আবেশিত**—আবিষ্ট; **চেতসঃ**—যাঁর হৃদয়; **ভাগবত**—ভক্তকে; **পরম-হংস**—মুক্ত পুরুষ; **দয়িত**—মনোহর; **কথাম্**—মহিমা; **কিঞ্চিৎ**—কখনও কখনও; **অন্তরায়**—প্রতিবন্ধকতার দ্বারা; **বিহতাম্**—প্রতিহত; **স্বাম্**—নিজের; **শিব-তমাম্**—সর্বোচ্চ; **পদবীম্**—পদ; **ন**—না; **প্রায়েণ**—প্রায় সর্বদা; **হিন্বন্তি**—পরিত্যাগ করেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। ব্রহ্মাদি মহান ব্যক্তিরা দিব্য শ্লোকের দ্বারা যাঁর বন্দনা করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা মহাভাগবত এবং মুক্ত পরমহংসদের কাছে অত্যন্ত মনোহর। যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দের প্রতি আসক্ত হয়েছেন, এবং যাঁর চিত্ত সর্বদা তাঁর মহিমায় আবিষ্ট, তিনি কখনও কখনও কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা প্রতিহত হলেও, তিনি যে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েছেন তা কখনই পরিত্যাগ করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজার উভয় উক্তিকেই সমর্থন করেছেন—অর্থাৎ উচ্চস্তরের কৃষ্ণভক্ত পুনরায় জড়-জাগতিক জীবন গ্রহণ করতে পারেন না এবং যিনি বিষয়ীর জীবন অবলম্বন করেছেন, তিনি কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে পারেন না। শুকদেব গোস্বামী উভয় উক্তিকেই স্বীকার করলেও, এই বলে তাদের যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন যে, যাঁর চিত্ত একবার ভগবানের মহিমায় আবিষ্ট হয়েছে, তিনি কখনও কখনও বাধা-বিপত্তির দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তাঁর অতি উচ্চ ভক্তিপদ পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে ভক্তিমার্গে দুই প্রকার প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সাবধান করে দিয়েছেন বৈষ্ণব অপরাধ না করতে, যার বর্ণনা করা হয়েছে 'হাতী মাতা' অপরাধ বলে। মত্ত হস্তী যখন সুন্দর বাগানে প্রবেশ করে, তখন সে সবকিছু তচনচ করে ক্ষেত উজাড় করে দেয়। তেমনই, বৈষ্ণব অপরাধ এতই ভয়ঙ্কর যে, তার ফলে অতি উচ্চ স্তরের ভক্তও তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যেহেতু কৃষ্ণভক্তি নিত্য, তাই তা কখনই সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় না, কিন্তু সাময়িকভাবে তার পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত হয়। এইভাবে বৈষ্ণব অপরাধ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির পথে একপ্রকার প্রতিবন্ধক। কিন্তু কখনও কখনও ভগবান অথবা তাঁর ভক্ত কারোর ভগবদ্ভক্তি প্রতিহত করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ পূর্বে ছিলেন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় এবং বিজয়, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাঁরা তিন জন্মে তাঁর শত্রু হয়েছিলেন। এইভাবে ভগবানের ইচ্ছাও একপ্রকার প্রতিবন্ধক। উভয় ক্ষেত্রেই, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করেছেন যে শুদ্ধ ভক্ত, তাঁর ভক্তি কখনও হারিয়ে যায় না। প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুজনদের (স্বায়ম্ভুব মনু এবং ব্রহ্মা) আদেশ অনুসারে গৃহস্থ-জীবন স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর ভগবদ্ভক্তি বিসর্জন দিয়েছিলেন। কৃষ্ণভক্তি পূর্ণ শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত, এবং তাই কোন অবস্থাতেই তা হারিয়ে যায় না। যেহেতু এই জড় জগতে কৃষ্ণভক্তির পথ বহু প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) ঘোষণা করেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—যিনি একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন, তাঁর কখনও বিনাশ হবে না।

এই শ্লোকে *শিবতমাম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *শিবতমাম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরম মঙ্গলময়'। ভগবদ্ভক্তির পথ এতই মঙ্গলময় যে, কোন অবস্থাতেই ভক্তের বিনাশ হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। *পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে*—"হে পার্থ! ভক্তের এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে কখনই বিনাশ হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪০) *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৩) ভগবান সেই কথা স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥

ভগবানের আদেশে শুদ্ধ ভক্ত কখনও কখনও এই জগতে একজন সাধারণ মানুষের মতো আসেন। তাঁর পূর্ব অভ্যাসের ফলে, আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়াই

এই প্রকার শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্তির প্রতি আসক্ত হন। তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ফলে, নানা রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আপনা থেকেই পুনরায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ক্রমশ উন্নতি সাধন করতে থাকেন। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একজন অতি উন্নত স্তরের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি নিদারুণভাবে অধঃপতিত হয়ে এক বেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু হঠাৎ, যেই বেশ্যার প্রতি তিনি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তারই বাণীতে তাঁর আমূল পরিবর্তন হয়, এবং তিনি এক মহান ভক্তে পরিণত হন। মহান ভক্তদের জীবনে এই প্রকার অনেক ঘটনা দেখা গেছে যা প্রমাণ করে যে, একবার ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে, তাঁর আর কখনও বিনাশ হয় না (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে, পাপকর্মের ফল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল ভক্ত হওয়া যায়। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী জীবনে এবং এই জীবনে পুণ্যকর্মের আচরণ করেছেন, যাঁদের পাপময় জীবন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমার সেবায় যুক্ত হন।" পক্ষান্তরে, প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ॥

যে ব্যক্তি গৃহ, পরিবার, পত্নী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি সমন্বিত জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সে কখনও কৃষ্ণভক্ত হতে পারে না।

ভগবানের কৃপায় ভক্তের জীবনে এই আপাতবিরোধের সমাধান হয়, এবং তাই ভক্ত কখনও মুক্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট হন না, যেই পথটিকে এই শ্লোকে *শিবতমাং পদবীম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যর্হি বাব হ রাজন্ স রাজপুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ পরমভাগবতো নারদস্য চরণোপসেবয়াঞ্জসাবগতপরমার্থসতত্ত্বো ব্রহ্মসত্রেণ দীক্ষিষ্যমাণো-

হবনিতলপরিপালনায়াম্নাতপ্রবরগুণগণৈকান্তভাজনতয়া স্বপিত্রোপামন্ত্রিতো ভগবতি বাসুদেব এবাব্যবধানসমাধিযোগেন সমাবেশিতসকলকারক-ক্রিয়াকলাপো নৈবাভ্যনন্দদ্ যদ্যপি তদপ্রত্যাম্নাতব্যং তদধিকরণ আত্মনোঽন্যস্মাদসতোঽপি পরাভবমন্বীক্ষমাণঃ ॥ ৬ ॥

যর্হি—যেহেতু; **বাব হ**—বাস্তবিকপক্ষে; **রাজন্**—হে রাজন্; **সঃ**—তিনি; **রাজ-পুত্রঃ**—রাজপুত্র; **প্রিয়ব্রতঃ**—প্রিয়ব্রত; **পরম**—পরম; **ভাগবতঃ**—ভক্ত; **নারদস্য**—নারদের; **চরণ**—শ্রীপাদপদ্ম; **উপসেবয়া**—সেবার দ্বারা; **অঞ্জসা**—শীঘ্র; **অবগত**—জানতে পেরেছিলেন; **পরম-অর্থ**—আধ্যাত্মিক বিষয়; **স-তত্ত্বঃ**—সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সহকারে; **ব্রহ্ম-সত্রেণ**—নিরন্তর ভগবানের আলোচনার দ্বারা; **দীক্ষিষ্যমাণঃ**—পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করার বাসনায়; **অবনিতল**—ভূতল; **পরিপালনায়**—প্রতিপালন করার জন্য; **আম্নাত**—শাস্ত্র-নির্দেশিত; **প্রবর**—শ্রেষ্ঠ; **গুণ**—গুণাবলীর; **গণ**—সমূহ; **একান্ত**—অবিচলিতভাবে; **ভাজনতয়া**—সমন্বিত হওয়ার ফলে; **স্ব-পিত্রা**—তাঁর পিতার দ্বারা; **উপা-মন্ত্রিতঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **বাসুদেবে**—সর্বব্যাপ্ত ভগবান; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অব্যবধান**—নিরবচ্ছিন্নভাবে; **সমাধি-যোগেন**—যোগ সমাধির দ্বারা; **সমাবেশিত**—সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করে; **সকল**—সমস্ত; **কারক**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **ক্রিয়া-কলাপঃ**—কার্যকলাপ; **ন**—না; **এব**—এইভাবে; **অভ্যনন্দৎ**—অভিনন্দিত; **যদ্যপি**—যদিও; **তৎ**—তা; **অপ্রত্যাম্নাতব্যম্**—কোন কারণেই বর্জনীয় নয়; **তৎ-অধিকরণে**—সেই পথ গ্রহণে; **আত্মনঃ**—নিজের; **অন্যস্মাৎ**—অন্য কার্যের দ্বারা; **অসতঃ**—জড়; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **পরাভবম্**—হ্রাস; **অন্বীক্ষমাণঃ**—ভবিষ্যৎ দর্শন করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! রাজপুত্র প্রিয়ব্রত তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার ফলে, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে পরম ভাগবত হয়েছিলেন। এই উন্নত জ্ঞানের প্রভাবে তিনি সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর চেতনা অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়নি। তাঁর পিতা তখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার আদেশ দেন। তিনি প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সেটিই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। রাজপুত্র প্রিয়ব্রত কিন্তু ভক্তিযোগের অনুশীলনের দ্বারা নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করছিলেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে

ভগবানের সেবায় যুক্ত করছিলেন। যদিও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা উচিত নয়, তবুও তিনি তা স্বীকার করেননি। তার ফলে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করেছিলেন, পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে, তিনি ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন কি না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়াছে কেবা*— "শুদ্ধ বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের সেবা না করে, কেউই কখনও ভববন্ধন থেকে পূর্ণ মুক্তিলাভ করতে পারেনি।" রাজপুত্র প্রিয়ব্রত নিষ্ঠা সহকারে নারদ মুনির চরণকমলের সেবা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান *(স-তত্ত্বঃ)* হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। *স-তত্ত্বঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, প্রিয়ব্রত আত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন। তিনি এই জড় জগৎ সম্বন্ধে এবং এই জড় জগতে জীবের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধেও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তার ফলে রাজপুত্র ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত করতে মনস্থ করেছিলেন।

প্রিয়ব্রতের পিতা স্বায়ম্ভুব মনু যখন তাঁকে পৃথিবী পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। এটিই মহান ভক্তের লক্ষণ। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাতে তাঁর কোন রুচি থাকে না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। এইভাবে ভগবানের সেবা করার সময়, তিনি অনাসক্ত চিত্তে বাহ্যিকভাবে জড়-জাগতিক বিষয়ের দেখাশুনা করেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর সন্তান-সন্ততির প্রতি কোন রকম আকর্ষণ না থাকলেও, তিনি তাদের পালন-পোষণ করেন এবং ভগবদ্ভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন। তেমনই, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মধুর আলাপ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি আসক্ত নন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার দ্বারা ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সমস্ত গুণ অর্জন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, এবং যদিও তিনি তাঁদের সকলের সঙ্গে প্রিয়তম পতির মতো আচরণ করতেন, তবুও তিনি তাঁদের কারোর প্রতি আসক্ত ছিলেন না বা আকৃষ্ট ছিলেন না। তেমনই, ভক্ত গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করলেও এবং পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হলেও, তিনি কখনও আসক্ত হন না।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের সেবার দ্বারা রাজপুত্র প্রিয়ব্রত অচিরেই কৃষ্ণভক্তির সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক

জীবনে উন্নতি লাভের এটিই হচ্ছে পন্থা। সেই সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"কারোর যদি ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩) ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময়, কৃষ্ণ এবং হরে শব্দ দুটি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ভগবানের সমস্ত লীলা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেহেতু তাঁর সমস্ত জীবন ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। সাধারণ মানুষ যেমন সর্বদা তার মনকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিযুক্ত করে, ভগবদ্ভক্তও সর্বদাই তাঁর মনকে আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে নিযুক্ত রাখেন। একেই বলা হয় *ব্রহ্মসত্র*, অথবা সর্বদাই ভগবানের ধ্যান করা। শ্রীনারদ রাজপুত্র প্রিয়ব্রতকে এই সাধনায় পূর্ণরূপে দীক্ষিত করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অথ হ ভগবানাদিদেব এতস্য গুণবিসর্গস্য পরিবৃংহণানুধ্যানব্যবসিত-সকলজগদভিপ্রায় আত্মযোনিরখিলনিগমনিজগণপরিবেষ্টিতঃ স্বভবনাদবততার ॥ ৭ ॥

অথ—এইভাবে; **হ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আদি-দেবঃ**—প্রথম দেবতা; **এতস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **গুণ-বিসর্গস্য**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের সৃষ্টি; **পরিবৃংহণ**—কল্যাণ; **অনুধ্যান**—সর্বক্ষণ চিন্তা করে; **ব্যবসিত**—জ্ঞাত; **সকল**—সমগ্র; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের; **অভিপ্রায়ঃ**—পরম উদ্দেশ্য; **আত্ম**—পরমাত্মা; **যোনিঃ**—যার জন্মের উৎস; **অখিল**—সমগ্র; **নিগম**—বেদের দ্বারা; **নিজ-গণ**—নিজজনদের দ্বারা; **পরিবেষ্টিতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **স্ব-ভবনাৎ**—তাঁর ধাম থেকে; **অবততার**—অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব এবং পরম শক্তিমান ব্রহ্মা, যিনি সর্বদা ব্রহ্মাণ্ডের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য চিন্তাশীল, যিনি সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে অবগত

হওয়ার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধনে তৎপর, সেই পরম শক্তিমান ব্রহ্মা তাঁর নিজজন এবং মূর্তিমান বেদসমূহের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তাঁর ধাম সত্যলোক থেকে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত যেখানে ধ্যান করছিলেন, সেখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পরম আত্মা শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সবকিছুর উৎস এবং তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে *জন্মাদ্যস্য যতঃ* । যেহেতু ব্রহ্মা সরাসরিভাবে ভগবান বিষ্ণু থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তাঁকে বলা হয় *আত্মযোনি* । তাঁকে ভগবানও বলা হয়, যদিও সাধারণত *ভগবান্* শব্দে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝান হয়। কখনও কখনও ব্রহ্মা, নারদ এবং শিবের মতো মহান ব্যক্তিদেরও *ভগবান্* বলে সম্বোধন করা হয়, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য করেন। ব্রহ্মাকে *ভগবান্* বলা হয়, কারণ তিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের গৌণ স্রষ্টা। যে সমস্ত বদ্ধ জীব এই জড় জগৎকে ভোগ করার জন্য এখানে এসেছে, তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ চিন্তা করেন। সেই উদ্দেশ্যে সকলের পথ প্রদর্শনের জন্য, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছেন।

বৈদিক জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গের পন্থা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ থেকে বিরত হওয়ার পন্থা, এবং প্রবৃত্তিমার্গের পন্থা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা। যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডের শাসন করার দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই বিভিন্ন যুগে ব্রহ্মাকে অনেক মনুদের ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপ পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করতে বাধ্য করতে হয়। প্রত্যেক মনুর অধীনে অনেক রাজা থাকেন এবং তাঁরাও ব্রহ্মার উদ্দেশ্য সাধন করেন। পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, ধ্রুব মহারাজের পিতা উত্তানপাদকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়ব্রত তাঁর জীবনের শুরু থেকেই তপস্যা করছিলেন। এইভাবে প্রচেতাগণ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রাজারা ছিলেন মহারাজ উত্তানপাদের বংশধর। প্রচেতাদের পর যেহেতু কোন উপযুক্ত রাজা ছিলেন না, তাই স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর তপস্যারত জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রতকে ফিরিয়ে আনার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে গিয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সেই দায়িত্বভার গ্রহণে অস্বীকার করেন, তখন ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়ব্রতকে সেই আদেশ পালন করতে অনুরোধ করেছিলেন। ব্রহ্মা একা আসেননি। মরীচি, আত্রেয় ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ-সহ তিনি এসেছিলেন। প্রিয়ব্রতের পক্ষে

বৈদিক নির্দেশ পালন এবং পৃথিবী শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করা যে তাঁর কর্তব্য, সেই কথা তাঁকে বোঝাবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে তাঁর নিত্য সহচর মূর্তিমান বেদসমূহকেও নিয়ে এসেছিলেন।

এই শ্লোকে *স্ব-ভবনাৎ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মা তাঁর স্বীয় ধাম থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রত্যেক দেবতাদের তাঁদের নিজেদের ধাম রয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্রের নিজস্ব ধাম রয়েছে, তেমনই চন্দ্রদেব এবং সূর্যদেবেরও ধাম রয়েছে। কোটি কোটি দেবতা রয়েছেন, এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রগুলি তাঁদের আলয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*—"যারা দেব-দেবীদের পূজা করে, তারা সেই সমস্ত দেব-দেবীদের লোকে গমন করে।" ব্রহ্মার ধাম হচ্ছে সর্বোচ্চলোক, যাকে সত্যলোক এবং কখনও কখনও ব্রহ্মলোক বলা হয়। ব্রহ্মলোক বলতে সাধারণত চিৎ-জগৎকে বোঝান হয়। ব্রহ্মার ধাম হচ্ছে সত্যলোক, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্মা সেখানে বাস করেন, তাই সেই স্থানটিকে কখনও কখনও ব্রহ্মলোকও বলা হয়।

শ্লোক ৮

স তত্র তত্র গগনতল উড়ুপতিরিব বিমানাবলিভিরনুপথমমরপরিবৃঢ়ৈরভি-পূজ্যমানঃ পথি পথি চ বরূথশঃ সিদ্ধগন্ধর্বসাধ্যচারণমুনিগণৈরুপগীয়-মানো গন্ধমাদনদ্রোণীমবভাসয়ন্নুপসসর্প ॥ ৮ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **তত্র তত্র**—ইতস্তত; **গগন-তলে**—আকাশরূপ চন্দ্রাতপের নীচে; **উড়ু-পতিঃ**—চন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **বিমান-আবলিভিঃ**—তাঁদের নিজ নিজ বিমানে; **অনুপথম্**—পথে; **অমর**—দেবতাদের; **পরিবৃঢ়ৈঃ**—নায়কদের দ্বারা; **অভিপূজ্য-মানঃ**—পূজিত হয়ে; **পথি পথি**—পথে পথে; **চ**—ও; **বরূথশঃ**—সমূহে; **সিদ্ধ**—সিদ্ধদের দ্বারা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বদের দ্বারা; **সাধ্য**—সাধ্যদের দ্বারা; **চারণ**—চারণদের দ্বারা; **মুনি-গণৈঃ**—এবং মুনিদের দ্বারা; **উপগীয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **গন্ধ-মাদন**—যেই লোকে গন্ধমাদন পর্বত রয়েছে; **দ্রোণীম্**—প্রান্ত; **অবভাসয়ন্**—প্রদীপ্ত করে; **উপসসর্প**—তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

ব্রহ্মা যখন তাঁর বাহন হংসে উপবিষ্ট হয়ে অবতরণ করছিলেন, তখন সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সাধ্য, চারণ, মহর্ষিগণ এবং দেবতারা তাঁদের বিমানে আরোহণ করে আকাশরূপ

চাঁদোয়ার নীচে ব্রহ্মাকে সম্বর্ধনা করার জন্য এবং পূজা করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হয়ে, ব্রহ্মা নক্ষত্র পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন, এবং তারপর তাঁর বাহন হংস তাঁকে নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতের প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে রাজপুত্র প্রিয়ব্রত উপবিষ্ট ছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চতর লোকের অধিবাসীরা এক লোক থেকে আর এক লোকে গমনাগমন করেন। এই শ্লোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে যে, একটি লোক রয়েছে যা বিশাল পর্বতসমূহের দ্বারা আবৃত, যার মধ্যে একটি হচ্ছে গন্ধমাদন পর্বত। তিনজন মহান ব্যক্তি—প্রিয়ব্রত, নারদ এবং স্বায়ম্ভুব মনু—সেই পর্বতে উপবিষ্ট ছিলেন। *ব্রহ্মসংহিতার* বর্ণনা অনুসারে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন লোক রয়েছে, এবং প্রতিটি লোকের অতুলনীয় ঐশ্বর্য রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সিদ্ধলোকের সমস্ত অধিবাসীরা অতি উন্নত স্তরের যোগসিদ্ধি সমন্বিত। তাঁরা বিমান অথবা আকাশযান ব্যতীতই এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে উড়ে যেতে পারেন। তেমনই, গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা সঙ্গীতশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী। আর সাধ্যলোকের অধিবাসীরা হচ্ছেন এক-একজন মহান সন্ত। আন্তর্গ্রহ প্রণালী নিঃসন্দেহে রয়েছে, এবং বিভিন্ন লোকের অধিবাসীরা এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে যেতে পারেন। এই পৃথিবীতে কিন্তু আমরা এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারিনি, যা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে সরাসরিভাবে যেতে পারে, যদিও মানুষ চাঁদে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

শ্লোক ৯

তত্র হ বা এনং দেবর্ষির্হংসযানেন পিতরং ভগবন্তং হিরণ্যগর্ভমুপলভমানঃ সহসৈবোত্থায়ার্হণেন সহ পিতাপুত্রাভ্যামবহিতাঞ্জলিরুপতস্থে ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে; **হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **এনম্**—তাঁকে; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **হংস-যানেন**—তাঁর বাহন হংসের দ্বারা; **পিতরম্**—তাঁর পিতা; **ভগবন্তম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **হিরণ্য-গর্ভম্**—ব্রহ্মাকে; **উপলভমানঃ**—বুঝে; **সহসা এব**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **অর্হণেন**—পূজার উপকরণ সহ; **সহ**—সঙ্গে; **পিতা-পুত্রাভাম্**—প্রিয়ব্রত এবং তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বারা; **অবহিত-অঞ্জলিঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে হাত জোড় করে; **উপতস্থে**—পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনির পিতা ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। নারদ মুনি সেই মহান হংসকে দর্শন করা মাত্র, বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রহ্মা এসেছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত, যাঁকে নারদ মুনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর তাঁরা কৃতাঞ্জলিপুটে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মার পূজা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মার সঙ্গে অন্যান্য দেবতারাও গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিশেষ বাহন ছিল হংস। তাই হংসটি দেখা মাত্রই নারদ মুনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতা, যিনি হিরণ্যগর্ভ নামেও পরিচিত, তিনি আসছেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতসহ তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১০

ভগবানপি ভারত তদুপনীতার্হণঃ সূক্তবাকেনাতিতরামুদিতগুণগণাবতার-সুজয়ঃ প্রিয়ব্রতমাদিপুরুষস্তং সদয়হাসাবলোক ইতি হোবাচ ॥ ১০ ॥

ভগবান্—শ্রীব্রহ্মা; **অপি**—অধিকন্তু; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **তৎ**—তাঁদের দ্বারা; **উপনীত**—উপনীত; **অর্হণঃ**—পূজার সামগ্রী; **সূক্ত**—বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে; **বাকেন**—বাণীর দ্বারা; **অতিতরাম্**—অত্যন্ত; **উদিত**—প্রশংসিত; **গুণ-গণ**—গুণাবলী; **অবতার**—অবতরণ করার জন্য; **সু-জয়ঃ**—যাঁর মহিমা; **প্রিয়ব্রতম্**—প্রিয়ব্রতকে; **আদি-পুরুষঃ**—আদি পুরুষ; **তম্**—তাঁকে; **স-দয়**—দয়াপূর্বক; **হাস**—হেসে; **অবলোকঃ**—দৃষ্টিপাত করে; **ইতি**—এইভাবে; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইভাবে ব্রহ্মা সত্যলোক থেকে ভূলোকে অবতরণ করলে, নারদ মুনি, রাজপুত্র প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ম্ভুব মনু তাঁকে পূজার সামগ্রী নিবেদন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন এবং বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে অতি মধুর বাক্যে তাঁর স্তুতি করেছিলেন। তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা

প্রিয়ব্রতের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন, এবং প্রসন্ন বদনে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাঁকে বলেছিলেন—

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে প্রিয়ব্রতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সত্যলোক থেকে অবতরণ করেছিলেন তা ইঙ্গিত করে যে, সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নারদ মুনি প্রিয়ব্রতকে আধ্যাত্মিক জীবন, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন, এবং ব্রহ্মা জানতেন যে, নারদের উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাই ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যদি স্বয়ং গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে প্রিয়ব্রতকে অনুরোধ না করেন, তাহলে তিনি তাঁর পিতার নির্দেশ অঙ্গীকার করবেন না। ব্রহ্মার উদ্দেশ্য ছিল প্রিয়ব্রতের সংকল্প ভঙ্গ করা। তাই ব্রহ্মা প্রথমে সস্নেহে প্রিয়ব্রতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাঁর হাস্য এবং অনুকম্পা ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মা যদিও প্রিয়ব্রতকে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করতে অনুরোধ করবেন, তবুও প্রিয়ব্রত ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হবেন না। বৈষ্ণবের আশীর্বাদে সবকিছুই সম্ভব। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে তা *কৃপাসিদ্ধি* বলে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ গুরুজনের আশীর্বাদে লব্ধ সিদ্ধি। সাধারণত মানুষ মুক্তি এবং সিদ্ধি লাভ করে শাস্ত্রবিধি অনুষ্ঠান করার ফলে। কিন্তু, বহু ব্যক্তি কেবল শ্রীগুরুদেবের অথবা গুরুজনের আশীর্বাদে সিদ্ধিলাভ করেছেন।

প্রিয়ব্রত ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র, এবং যেহেতু কখনও কখনও পিতামহ এবং পৌত্রের মধ্যে হাসি ঠাট্টা হয়, তেমনই এখানেও প্রিয়ব্রত তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, আর ব্রহ্মা তাঁকে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই ব্রহ্মার স্নেহপূর্ণ হাস্য এবং দৃষ্টিপাতের অর্থ ছিল, "হে প্রিয়ব্রত! তুমি গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করবে না বলে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমি তোমাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করাতে মনস্থ করেছি।" প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা এসেছিলেন প্রিয়ব্রতের ত্যাগ, তপস্যা, সংযম এবং ভক্তির উচ্চ আদর্শের প্রশংসা করার জন্য, যাতে তিনি গৃহস্থ-জীবন অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত না হন।

এই শ্লোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *সূক্ত-বাকেন* (বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা)। *বেদে* ব্রহ্মার স্তব রয়েছে—*হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য যাতঃ পতিরেক আসীৎ।* উপযুক্ত বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, এবং যেহেতু বৈদিক শিষ্টাচার অনুসারে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, তাই তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ
নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি
মাসূয়িতুং দেবমর্হস্যপ্রমেয়ম্ ।
বয়ং ভবস্তে তত এষ মহর্ষি-
র্বহাম সর্বে বিবশা যস্য দিষ্টম্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীব্রহ্মা বললেন; **নিবোধ**—মনোযোগ সহকারে আমার কথা শ্রবণ কর, **তত**— হে পুত্র; **ইদম্**—এই; **ঋতম্**—সত্য; **ব্রবীমি**—আমি বলছি; **মা**—না; **অসূয়িতুম্**—ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অর্হসি**—তোমার উচিত; **অপ্রমেয়ম্**—যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত; **বয়ম্**—আমরা; **ভবঃ**—শিব; **তে**—তোমার; **ততঃ**—পিতা; **এষঃ**—এই; **মহা-ঋষিঃ**—নারদ; **বহামঃ**—সম্পাদন করতে; **সর্বে**—সমস্ত; **বিবশাঃ**—অবজ্ঞা করতে অক্ষম; **যস্য**—যার; **দিষ্টম্**—আদেশ।

অনুবাদ

এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পুরুষ ব্রহ্মা বললেন—হে বৎস প্রিয়ব্রত! আমি তোমাকে যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ো না। শিব, তোমার পিতা, মহর্ষি নারদ, আমাদের সকলকেই সেই পরমেশ্বরের আদেশ পালন করতে হয়। আমরা কেউই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারি না।

তাৎপর্য

ভক্তিমার্গের বারোজন মহাজনের মধ্যে চারজন—ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র নারদ, স্বায়ম্ভুব মনু এবং শিব—প্রিয়ব্রতের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে অন্য অনেক মহর্ষিও ছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই সমস্ত মহাত্মারা যদিও এক-একজন মহাজন, তবুও তাঁরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অমান্য করতে পারেন না, যাঁকে এই শ্লোকে *দেব* অর্থাৎ 'সর্বদা কীর্তিময়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি, মহিমা এবং শৌর্য কখনই ক্ষয় হয় না। *ঈশোপনিষদে* ভগবানকে *অপাপবিদ্ধ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, জড় বিচারে যাকে পাপ বলে বিচার করা হয়, তার দ্বারা

তিনি কখনই প্রভাবিত হন না। তেমনই *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান এতই শক্তিশালী যে, আমাদের বিচারে যা ঘৃণ্য তা কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। ভগবানের এই অনন্ত শক্তির বিশ্লেষণ করার জন্য কখনও কখনও সূর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। যেমন সূর্য পৃথিবী থেকে মূত্র শোষণ করে নেয়, কিন্তু তার ফলে সূর্য কখনও কলুষিত হয় না। ভগবানকে কখনও কোন অন্যায় করার জন্য দোষারোপ করা যায় না।

ব্রহ্মা যখন প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি খামখেয়ালের বশে যাননি; তিনি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে গিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মহাজনেরা ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কখনও কিছু করেন না। ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে বলা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*—ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্তির দ্বারা জীব যতই পবিত্র হন, ততই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ সম্পর্ক লাভ করেন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা সর্বদা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে আসতে পারে।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/১০) তাই ব্রহ্মা তাঁর নিজের খেয়ালের বশে প্রিয়ব্রতের কাছে আসেননি; পক্ষান্তরে বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের নির্দেশে প্রিয়ব্রতকে যুক্তি-পরামর্শ দিয়ে রাজি করাতে এসেছিলেন। ভগবানের কার্যকলাপ জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাই তাঁকে এখানে *অপ্রমেয়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে ব্রহ্মা প্রথমে প্রিয়ব্রতকে উপদেশ দিয়েছেন, নির্মৎসর হয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনতে।

মানুষ যে অন্য কোন কিছু করার বাসনা সত্ত্বেও কোন বিশেষ কার্য করতে কেন অনুপ্রাণিত হয়, তা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেউ যদি শিব, ব্রহ্মা, মনু অথবা নারদের মতো শক্তিশালীও হন, তবুও তিনি ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না। সমস্ত মহাজনেরাই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তাঁদের ভগবানের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই। ব্রহ্মা যেহেতু ভগবানের আদেশ অনুসারে প্রিয়ব্রতের কাছে এসেছিলেন, তাই তিনি সর্বপ্রথমে প্রিয়ব্রতকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর শত্রু নন। ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করছিলেন, এবং তাই প্রিয়ব্রতের পক্ষে তাঁর আদেশ পালন করা শ্রেয়স্কর হবে।

শ্লোক ১২

ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্যেণ মনীষয়া বা ।
নৈবার্থধর্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ ॥ ১২ ॥

ন—কখনই না; **তস্য**—তাঁর; **কশ্চিৎ**—কেউ; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **বিদ্যয়া**—বিদ্যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **ন**—কখনই না; **যোগ**—অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা; **বীর্যেণ**—স্বীয় শক্তির দ্বারা; **মনীষয়া**—বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা; **বা**—অথবা; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্থ**—জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা; **ধর্মৈঃ**—ধর্মবলের দ্বারা; **পরতঃ**—কোন প্রকার বাহ্যিক শক্তির দ্বারা; **স্বতঃ**—স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা; **বা**—অথবা; **কৃতম্**—আদেশ; **বিহন্তুম্**—অবজ্ঞা করা; **তনু-ভৃৎ**—জড় দেহধারী জীব; **বিভূয়াৎ**—সক্ষম হয়।

অনুবাদ

কোন জীবই কঠোর তপস্যার বলে, উন্নত বৈদিক শিক্ষার বলে, অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে, দৈহিক শক্তির প্রভাবে অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে না। এমন কি ধর্মের বলে, অথবা জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে অথবা অন্য কোন উপায়েই, কিংবা স্বীয় শক্তির বলে অথবা অন্যদের সাহায্যের বলে, ভগবানের আদেশ অমান্য করা যায় না। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত কারও পক্ষেই ভগবানের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

গর্গ উপনিষদে গর্গ মুনি তাঁর পত্নীকে বলেছেন, *এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গর্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ*—"হে গর্গী! সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। এমন কি সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেবতারাও সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।" মানুষই হোক আর পশুই হোক, দেহধারী কোন জীবই ভগবানের নিয়ন্ত্রণের সীমার বাইরে যেতে পারে না। জড় দেহে ইন্দ্রিয় রয়েছে। তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের ভগবানের আইন অথবা প্রকৃতির নিয়ম থেকে মুক্ত হওয়ার যে প্রচেষ্টা তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/১৪) প্রতিপন্ন হয়েছে। *মম মায়া দুরত্যয়া*—মায়ার নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করা অসম্ভব, কারণ মায়ার

কার্যকলাপের পিছনে রয়েছেন ভগবান। কখনও কখনও আমরা আমাদের তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন এবং যোগসিদ্ধির গর্বে গর্বিত হই, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যোগসিদ্ধির বলে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রভাবে অথবা তপস্যার প্রভাবে ভগবানের নির্দেশ এবং আইন লঙ্ঘন করা যায় না। তা অসম্ভব।

মনীষয়া ('বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা') শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়ব্রত যুক্তি দেখাতে পারতেন যে, ব্রহ্মা তাঁকে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করছেন, অথচ নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ না করতে এবং জড় বিষয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হতে। প্রিয়ব্রতের পক্ষে তার ফলে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়েই হচ্ছেন মহাজন। এই পরিস্থিতিতে *মনীষয়া* শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত উপযুক্ত হয়েছে, কারণ তা ইঙ্গিত করছে যে, যেহেতু নারদ মুনি এবং ব্রহ্মা উভয়েই উপদেশপ্রদানকারী মহাজন, তাই প্রিয়ব্রতের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের কারোর নির্দেশই অবহেলা না করে, তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা উভয় উপদেশই শিরোধার্য করা। এই দ্বিধার সমাধান করতে শ্রীল রূপ গোস্বামী বুদ্ধি সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

বিষয়ান্, অর্থাৎ জড়-জাগতিক বিষয় অনাসক্ত হয়ে গ্রহণ করা উচিত, এবং সবকিছুই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত *মনীষা* । কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সবকিছু অঙ্গীকার করেন, তাহলে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করা অথবা জড় জগতের রাজা হওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সেইজন্য নির্মল বুদ্ধিবৃত্তির বা মনীষার প্রয়োজন হয়। মায়াবাদীরা বলে, *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*—এই জগৎ মিথ্যা, এবং কেবল ব্রহ্মই হচ্ছে সত্য। কিন্তু ব্রহ্মা এবং নারদ মুনির পরম্পরায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের মতে এই জগৎ মিথ্যা নয়। যা ভগবানের সৃষ্ট তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না, কিন্তু নিজের ভোগের জন্য তার ব্যবহার মিথ্যা। সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের ভোগের জন্য, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর ঈশ্বর এবং ভোক্তা, এবং তাই সবকিছুই তাঁর উপভোগের জন্য এবং সেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত। মানুষ অনুকূল অথবা প্রতিকূল যে পরিস্থিতিতে থাকুন না কেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সবকিছুই ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা। সেটিই হচ্ছে মনীষার আদর্শ উপযোগিতা।

শ্লোক ১৩

ভবায় নাশায় চ কর্ম কর্তুং
শোকায় মোহায় সদা ভয়ায় ।
সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগ-
মব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে ॥ ১৩ ॥

ভবায়—জন্মের নিমিত্ত; **নাশায়**—মৃত্যুর জন্য; **চ**—ও; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **কর্তুম্**—করার জন্য; **শোকায়**—শোকের জন্য; **মোহায়**—মোহের জন্য; **সদা**—সর্বদা; **ভয়ায়**—ভয়ের জন্য; **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখায়**—দুঃখের জন্য; **চ**—ও; **দেহ-যোগম্**—জড় দেহের সম্বন্ধ; **অব্যক্ত**—ভগবানের দ্বারা; **দিষ্টম্**—নির্দেশিত; **জনতা**—জীবাত্মা; **অঙ্গ**—হে প্রিয়ব্রত; **ধত্তে**—ধারণ করে।

অনুবাদ

হে প্রিয়ব্রত! ভগবানের নির্দেশে সমস্ত জীবাত্মা জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, শোক, মোহ, ভয়, সুখ এবং দুঃখের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সমস্ত জীবাত্মা জড় সুখ উপভোগের জন্য এখানে এসেছে, কিন্তু তাকে তার কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করতে হয়, এবং সেই দেহগুলি ভগবানের আদেশে জড়া প্রকৃতি প্রদান করে। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে, *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*—সবকিছুই সম্পাদিত হচ্ছে ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির দ্বারা। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জানে না চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার শরীর কেন রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে যে, জীবদের বাসনা অনুসারে ভগবান তাদের এই সমস্ত শরীর প্রদান করেন। তিনি জীবদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের কর্মের ফল অনুসারে শরীর ধারণ করতে হয়। এই রকম বিভিন্ন প্রকার শরীর রয়েছে। কোন জীবের আয়ু অল্প, আবার অন্য কোন জীবের অতি দীর্ঘ আয়ু। কিন্তু, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি পিপীলিকা পর্যন্ত সকলকেই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কার্য করতে হয়, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।

"আমি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করি, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান কোন জীবকে একভাবে পরিচালিত করছেন এবং অন্য জীবদের অন্যভাবে পরিচালিত করছেন। আসলে প্রতিটি জীবেরই বিশেষ বাসনা রয়েছে, এবং ভগবান তাদের সেই সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন। তাই সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে ভগবানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তাঁর বাসনা অনুসারে কার্য করা। যিনি তা করেন, তিনি মুক্ত।

শ্লোক ১৪

যদ্বাচি তন্ত্যাং গুণকর্মদামভিঃ
সুদুস্তরৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ ।
সর্বে বহামো বলিমীশ্বরায়
প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ ॥ ১৪ ॥

যৎ—যাঁর; **বাচি**—বৈদিক নির্দেশরূপে; **তন্ত্যাম্**—দীর্ঘ রজ্জুতে; **গুণ**—গুণের; **কর্ম**—এবং কর্ম; **দামভিঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **সু-দুস্তরৈঃ**—সুদৃঢ়; **বৎস**—হে বৎস; **বয়ম্**—আমরা; **সু-যোজিতাঃ**—যুক্ত; **সর্বে**—সকলে; **বহামঃ**—পালন করি; **বলিম্**—ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **ঈশ্বরায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **প্রোতাঃ**—বদ্ধ হয়ে; **নসি**—নাসিকায়; **ইব**—সদৃশ; **দ্বি-পদে**—দ্বিপদ বিশিষ্ট (চালক); **চতুঃ-পদঃ**—চতুষ্পদ (বৃষ)।

অনুবাদ

হে বৎস! আমরা সকলেই আমাদের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বৈদিক নির্দেশের দ্বারা বর্ণাশ্রম বিভাগে আবদ্ধ। এই বিভাগগুলি অবহেলা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আয়োজন করা হয়েছে। তাই, বলীবর্দ যেমন নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে চালকের পরিচালনা অনুসারে চালিত হতে বাধ্য হয়, আমাদেরও তেমন বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্তব্য পালন করতে হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তন্ত্যাং গুণ-কর্ম-দামভিঃ* পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যেভাবে সঙ্গ করি, সেই অনুসারে আমাদের দেহ প্রাপ্ত

হই এবং সেই অনুসারে কর্ম করি। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, চারটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—গুণ এবং কর্ম অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্বন্ধে অবশ্য কিছু মতভেদ রয়েছে, কারণ, কেউ কেউ বলে যে পূর্ব জীবনের গুণ এবং কর্ম অনুসারে যেহেতু মানুষ তার শরীর প্রাপ্ত হয়, তাই জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ধারিত হয়। আবার অন্যেরা বলে যে, যেহেতু এই জীবনে গুণ এবং কর্ম পরিবর্তন করা যায়, তাই পূর্ব জীবনের গুণ এবং কর্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই তাঁরা বলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণবিভাগ এই জীবনের গুণ ও কর্ম অনুসারে হওয়া উচিত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নারদ মুনি এই মতটি প্রতিপন্ন করেছেন। যুধিষ্ঠির মহারাজকে গুণ এবং কর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময় নারদ মুনি বলেছেন যে, এই লক্ষণ অনুসারেই বর্ণবিভাগ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ, কেউ যদি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও শূদ্রের লক্ষণ যুক্ত হয় তা হলে তাকে শূদ্র বলেই বিবেচনা করতে হবে। তেমনই, কোন শূদ্র বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হন, তাহলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে বিবেচনা করতে হবে।

বর্ণাশ্রম প্রথা বিজ্ঞানসম্মত। তাই আমরা যদি বৈদিক নির্দেশ অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করি, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। মানব-সমাজ যদি এই বর্ণবিভাগ অনুসারে গঠিত না হয়, তাহলে তা পূর্ণ হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *বিষ্ণুপুরাণে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥

"বর্ণাশ্রম প্রথার নির্ধারিত কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করার ফলে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হয়। ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের এছাড়া আর কোন পন্থা নেই। তাই চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের ব্যবস্থায় অবস্থিত হওয়া মানুষের অবশ্য কর্তব্য।" সমগ্র মানব-সমাজের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা। বর্তমান সময়ে কিন্তু মানব-সমাজ ভুলে গেছে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য অথবা পরম পূর্ণতা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা, তাই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার পরিবর্তে, তারা জড়ের পূজা করার শিক্ষা লাভ করছে। আধুনিক সমাজের নির্দেশ অনুসারে মানুষ মনে করে যে, গগনচুম্বী বাড়ি তৈরি করে, বড় বড় রাস্তা তৈরি করে, গাড়ি এবং অন্যান্য সমস্ত যন্ত্র তৈরি করে, তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড় পদার্থের উপযোগ

হচ্ছে সভ্যতার প্রগতি। এই প্রকার সমাজে মানুষ তাদের জীবনের উদ্দেশ্য যে কি তা জানতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছানোর প্রয়াস না করে মানুষ জড়া প্রকৃতির মোহময়ী প্রভাবের দ্বারা মোহিত হচ্ছে। তাই জড়-জাগতিক প্রগতি অন্ধ এবং সেই সমাজের নেতারাও অন্ধ। তারা তাদের অনুগামীদের ভুল পথে পরিচালিত করছে।

তাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ মেনে নেওয়া, এই শ্লোকে যাকে *যদ্বাচি* বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বর্ণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সেই অনুসারে শিক্ষা লাভ করা। তাহলেই তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। তা না হলে, সমগ্র মানব-সমাজ বিভ্রান্ত হবে। মানব-সমাজ যদি বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিভক্ত হয় এবং বৈদিক নির্দেশ পালন করে, তাহলে সামাজিক স্থিতি নির্বিশেষে সকলের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। এমন নয় যে ব্রাহ্মণেরাই কেবল চিন্ময় স্তরে উন্নীত হবে। বৈদিক নির্দেশ যদি পালন করা হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—সকলেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারবেন, এবং তখন তাঁদের জীবন সফল হবে। বৈদিক নির্দেশগুলি হচ্ছে ভগবানের অভ্রান্ত নির্দেশ। এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ যেমন চালকের পরিচালনা অনুসারে পরিচালিত হয়, তেমনই যদি আমরা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে আচরণ করি, তাহলে আমাদের জীবন আদর্শ পথে পরিচালিত হবে। আমরা যদি সেভাবে পরিচালিত না হয়ে আমাদের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করি, তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে এবং চরমে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আমাদের জীবন ব্যর্থ হবে। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান সময়ে মানুষ যেহেতু বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করছে না, তাই তারা সকলে বিভ্রান্ত। প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মা যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ বলে মেনে নিয়ে যদি আমরা সেই অনুসারে জীবন যাপন করি, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৬/২৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

আমরা যদি শাস্ত্রের নির্দেশ বা বেদের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন না করি, তাহলে আমরা কখনই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করতে পারব না, সুখ অথবা জীবনের উন্নততর পদ প্রাপ্তি তো দূরের কথা।

শ্লোক ১৫

ঈশাভিসৃষ্টং হ্যবরুন্ধ্মহেঽঙ্গ
দুঃখং সুখং বা গুণকর্মসঙ্গাৎ ।
আস্থায় তত্তদ্ যদযুঙ্ক্ত নাথ-
শ্চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ ॥ ১৫ ॥

ঈশ-অভিসৃষ্টম্—ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট অথবা প্রদত্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবরুন্ধ্মহে**—আমাদের স্বীকার করতে হবে; **অঙ্গ**—হে প্রিয়ব্রত; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সুখম্**—সুখ; **বা**—অথবা; **গুণ-কর্ম**—গুণ ও কর্মের সঙ্গে; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ করার ফলে; **আস্থায়**—অবস্থিত হয়ে; **তৎ তৎ**—সেই অবস্থা; **যৎ**—যে দেহ; **অযুঙ্ক্ত**—তিনি প্রদান করেছেন; **নাথঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **চক্ষুষ্মতা**—নেত্রযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **ইব**—সদৃশ; **নীয়মানাঃ**—পরিচালিত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রিয়ব্রত! জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের সঙ্গে আমাদের সঙ্গ অনুসারে ভগবান আমাদের বিশেষ শরীর প্রদান করেন, এবং সেই অনুসারে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করি। তাই অন্ধ যেভাবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে যে অবস্থাতে আমরা রয়েছি, সেই অবস্থাতেই থেকে ভগবানের দ্বারা আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত।

তাৎপর্য

জড় উপায়ের দ্বারা জীব কখনও তার বিশেষ শরীরের সুখ এবং দুঃখের বোঝা এড়াতে পারে না। ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি রয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু পরিমাণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে হয়। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, কারণ যাঁর বিধান অনুসারে আমরা আমাদের শরীর প্রাপ্ত হয়েছি, সেই ভগবানই আমাদের সুখ এবং দুঃখ নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু আমরা ভগবানের পরিকল্পনা এড়াতে পারি না, তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অন্ধ যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, ঠিক সেইভাবে ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া। ভগবান আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন, সেই অবস্থাতে থেকেই যদি আমরা তাঁর আদেশ পালন করতে থাকি, তাহলে আমরা পূর্ণতা লাভ করতে পারব। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করা। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই ধর্ম বা বৃত্তিগত কর্তব্য প্রতিষ্ঠিত।

তাই *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* —"তোমার অন্য সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, কেবল আমার শরণাগত হও এবং আমাকে অনুসরণ কর।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ করে তাঁর শরণাগত হওয়ার এই পন্থা কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের জন্য নয়। ব্রাহ্মণ ভগবানের শরণাগত হতে পারে, এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রও ভগবানের শরণাগত হতে পারে। এই পন্থা সকলেই অবলম্বন করতে পারে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *চক্ষুষ্মতান্ধা ইব নীয়মানাঃ* —অন্ধ যেভাবে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে অনুসরণ করে, ঠিক সেইভাবে ভগবানকে অনুসরণ করা উচিত। *বেদ* এবং *ভগবদগীতায়* ভগবান যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সমস্ত নির্দেশ অনুসারে যদি আমরা ভগবানের অনুগমন করি, তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে। ভগবান তাই বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তাহলে তুমি অবশ্যই আমার ধামে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করছি, কারণ তুমি আমার অতি প্রিয় সখা।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৫) এই নির্দেশ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেরই জন্য। যদি কেউ, তা তিনি যেই জাতির বা ধর্মের হন না কেন, ভগবানের শরণাগত হন এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তাহলে তাঁর জীবন সার্থক হবে।

পূর্ববর্তী শ্লোকে গরুর গাড়ির চালকের দ্বারা পরিচালিত বলীবর্দের উপমা দেওয়া হয়েছে। বলীবর্দ সম্পূর্ণরূপে চালকের শরণাগত হয়ে, যেখানেই সে তাকে নিয়ে যায়, সেখানেই যায় এবং তাকে সে যা খেতে দেয় তাই খায়। তেমনই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হয়ে, সুখের আকাঙ্ক্ষা না করে অথবা দুঃখ-দুর্দশার জন্য অনুতাপ না করে, তিনি আমাদের যে পরিস্থিতিতে রেখেছেন, সেই পরিস্থিতিতেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দেওয়া সুখ-দুঃখে অবিচলিত থেকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করা। সাধারণত রজ এবং তমোগুণের বশীভূত হয়ে জীব ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি সম্বন্ধে ভগবানের পরিকল্পনা বুঝতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হওয়ার ফলে এই পরিকল্পনা হৃদয়ঙ্গম করার এক বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করা যায়, এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে, ভগবানের নির্দেশ পালন করে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়। সারা জগৎ প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বিশেষ করে রজ এবং তমোগুণের

দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে, কিন্তু মানুষ যদি ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যত্নশীল হয়, তাহলে তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে এবং তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারে। তাই *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন ব্যতীত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই।" ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ করার সুযোগ প্রত্যেককে দেওয়া উচিত, কারণ তার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে এবং সত্ত্বগুণেরও অতীত পরম পদ প্রাপ্ত হতে পারবে। এইভাবে তার প্রগতির পথে সমস্ত বাধাবিপত্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। পরিশেষে, আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবান আমাদের যেই অবস্থাতে রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই আমাদের সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং সর্বদা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, তাহলে আমাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে।

শ্লোক ১৬

মুক্তোঽপি তাবদ্বিভৃয়াৎ স্বদেহ-
মারব্ধমশ্নন্নভিমানশূন্যঃ ।
যথানুভূতং প্রতিযাতনিদ্রঃ
কিং ত্বন্যদেহায় গুণান্ন বৃঙ্‌ক্তে ॥ ১৬ ॥

মুক্তঃ—মুক্ত পুরুষ; **অপি**—ও; **তাবৎ**—ততক্ষণ; **বিভৃয়াৎ**—ধারণ করতে হয়; **স্ব-দেহম্**—তার দেহ; **আরব্ধম্**—পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত; **অশ্নন্**—গ্রহণ করে; **অভিমান-শূন্যঃ**—ভ্রান্ত ধারণা রহিত; **যথা**—যেমন; **অনুভূতম্**—যা অনুভব করা হয়েছে; **প্রতিযাত-নিদ্রঃ**—ঘুম থেকে যে জেগে উঠেছে; **কিম্ তু**—কিন্তু; **অন্য-দেহায়**—অন্য আর একটি জড় শরীরের জন্য; **গুণান্**—গুণসমূহ; **ন**—কখনই না; **বৃঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে।

অনুবাদ

মুক্ত হলেও মানুষকে পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহ ধারণ করতে হয়। কিন্তু তিনি তখন অভিমানশূন্য হয়ে, সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয় স্মরণ করেন,

তেমনই তাঁর সুখ এবং দুঃখকে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করেন। এইভাবে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং প্রকৃতির তিন গুণের বশীভূত হয়ে অন্য আর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কর্ম করেন না।

তাৎপর্য

বদ্ধ এবং মুক্ত জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বদ্ধ জীব দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু মুক্ত পুরুষ জানেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন, পক্ষান্তরে দেহ থেকে ভিন্ন আত্মা। প্রিয়ব্রত মনে করে থাকতে পারেন যে, বদ্ধ জীব প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কর্ম করতে বাধ্য হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ সেই বন্ধন স্বীকার করবেন? তাঁর সেই সন্দেহ দূর করার জন্য ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, মুক্ত পুরুষেরাও তাঁদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাঁদের বর্তমান শরীর গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন না। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ অনেক অলীক বস্তু দর্শন করে, কিন্তু যখন সে জেগে ওঠে, তখন আর সেই বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে, সে তার বাস্তব জীবনে প্রগতি সাধনে যত্নশীল হয়। তেমনই, মুক্ত পুরুষ—যিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন যে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপে তিনি তাঁর দেহ নন, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা—অজ্ঞানতাবশত অনুষ্ঠিত তাঁর সমস্ত পূর্বকৃত কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোন রকম পরোয়া না করে, তিনি তাঁর বর্তমান কার্যকলাপ এমনভাবে অনুষ্ঠান করেন যে তার ফলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৩/৯) বর্ণিত হয়েছে। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান যজ্ঞপুরুষের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম করেন, তাহলে তাঁর সেই কর্মের ফলে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু কর্মীরা, যারা তাদের নিজেদের স্বার্থে কর্ম করে, তাদের সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। মুক্ত পুরুষ তাই, অজ্ঞানতাবশত অতীতে তিনি কি করেছেন, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করেন না; পক্ষান্তরে, তিনি এমনভাবে কর্ম করেন, যার ফলে তাঁর কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য আর একটি শরীরের সৃষ্টি না হয়। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণ ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না. তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উপনীত হন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬) আমাদের পূর্ববর্তী জীবনে আমরা

যে কি করেছি তার পরোয়া না করে, আমরা যদি এই জীবনে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হই, তাহলে আমরা ব্রহ্মভূত (মুক্ত) স্তরে সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকতে পারব। তখন আমরা কর্মের ফল থেকে মুক্ত হব এবং তখন আর আমাদের আর একটি জড় শরীর ধারণ করতে হবে না। *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন* (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)। যিনি এইভাবে আচরণ করেছেন তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর, অন্য আর একটি জড় দেহ ধারণ করেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ১৭

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্
যতঃ স আস্তে সহষট্সপত্নঃ ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ভয়ম্—ভয়; **প্রমত্তস্য**—মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির; **বনেষু**—বনে; **অপি**—ও; **স্যাৎ**—হওয়া উচিত; **যতঃ**—যেহেতু; **সঃ**—তিনি (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি); **আস্তে**—বিরাজ করে; **সহ**—সঙ্গে; **ষট্-সপত্নঃ**—ছয়জন সতীন; **জিত-ইন্দ্রিয়স্য**—যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয় জয় করেছেন; **আত্ম-রতেঃ**—আত্মতুষ্ট; **বুধস্য**—সেই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তির; **গৃহ-আশ্রমঃ**—গৃহস্থ-জীবন; **কিম্**—কি; **নু**—নিঃসন্দেহে; **করোতি**—করতে পারে; **অবদ্যম্**—ক্ষতি।

অনুবাদ

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বনে বনে বিচরণ করে তবুও তাকে জড় বন্ধনের ভয়ে সর্বদা ভীত থাকতে হয়, কারণ সে তার মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়জন সতীনের সঙ্গে সর্বদা বিরাজ করে। কিন্তু গৃহস্থ-আশ্রমও আত্মতৃপ্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন, *গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে*—কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত হন, তাহলে তিনি গৃহেই থাকুন

অথবা বনেই থাকুন, তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই কথারই পুনরাবৃত্তি এখানে করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেনি তার পক্ষে তথাকথিত যোগী হয়ে বনে যাওয়া অর্থহীন। যেহেতু তার অসংযত মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার সঙ্গে যায়, তাই তার পক্ষে গৃহত্যাগ করে বনবাসী হওয়া সত্ত্বেও কোন লাভ হয় না। পূর্বে উত্তর ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বঙ্গভূমিতে আসত, এবং তার ফলে তাদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল—"যদি যাও বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে।" তাই আমাদের প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা, এবং যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত না হলে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা যায় না, তাই আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—ভক্তি মানে হচ্ছে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা।

এখানে ব্রহ্মা ইঙ্গিত করছেন যে, অসংযত ইন্দ্রিয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে বনে যাওয়ার থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা শ্রেয় এবং নিরাপদ। এই প্রকার জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমেও নিরাপদ থাকেন। সংসার-বন্ধন তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই স্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"কেউ যদি তাঁর কার্যকলাপ, মন এবং বাণী ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত করেন, তাহলে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁকে জীবন্মুক্ত বলে মনে করতে হবে।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন একজন অতি দায়িত্বসম্পন্ন রাজকর্মচারী এবং গৃহস্থ, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁর অবদান অতুলনীয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, *"দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে*। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি নিঃসন্দেহে আমাদের পরম শত্রু, তাই তাদের বিষধর সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যে বিষধর সর্পের বিষদাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, তার থেকে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না। তেমনই, ইন্দ্রিয়গুলি যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আর তাদের কার্যকলাপ থেকে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা এই জড় জগতের সর্বত্র বিচরণ করেন, কিন্তু যেহেতু তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছে, তাই তাঁরা সর্বদাই এই জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ১৮

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্বম্ ।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥ ১৮ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **ষট্**—ছয়; **সপত্নান্**—শত্রু; **বিজিগীষমাণঃ**—জয় করতে ইচ্ছুক; **গৃহেষু**—গৃহস্থ-আশ্রমে; **নির্বিশ্য**—প্রবেশ করে; **যতেত**—চেষ্টা করা কর্তব্য; **পূর্বম্**—প্রথম; **অত্যেতি**—জয় করে; **দুর্গ-আশ্রিতঃ**—সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত; **ঊর্জিত-অরীন্**—অত্যন্ত প্রবল শত্রু; **ক্ষীণেষু**—ক্ষীণ; **কামম্**—কামবাসনা; **বিচরেৎ**—বিচরণ করতে পারে; **বিপশ্চিৎ**—অত্যন্ত অভিজ্ঞ, বিদ্বান।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থিত হয়ে সুসংবদ্ধভাবে তাঁর মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, তিনি দুর্গের আশ্রয়ে পরাক্রমশালী শত্রুকে জয়কারী রাজার মতো। যিনি গৃহস্থ-আশ্রমে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং যাঁর কামবাসনা ক্ষীণ হয়েছে, তিনি নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় যে চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রম-বিভাগ রয়েছে তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার ইন্দ্রিয়-সংযম করতে শিক্ষা দেওয়া। গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে, ব্রহ্মচারীকে জিতেন্দ্রিয় হওয়ার জন্য সর্বতোভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এই প্রকার পরিণত ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হত, এবং যেহেতু তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয় জয় করার শিক্ষা লাভ করেছেন, তাই পঞ্চাশের অধিক বয়স হলে যখন তাঁর যৌবনের উদ্যমে ভাটা পড়ত, তখন তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করতেন। তারপর আরও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হলে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যবান হয়ে, জড় বাসনাজনিত বন্ধনের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে অত্যন্ত পরাক্রমশালী শত্রু বলে মনে করা হয়। সুদৃঢ় দুর্গে স্থিত রাজা যেমন তাঁর পরাক্রমশালী শত্রুকে অনায়াসে জয় করতে পারেন, তেমনই গৃহস্থ-আশ্রমে স্থিত গৃহস্থ তাঁর যৌবনোচিত কামবাসনা জয় করতে পারেন এবং যখন তিনি বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত নিরাপদ হন।

শ্লোক ১৯

ত্বং ত্বজ্জনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোশ-
দুর্গাশ্রিতো নির্জিতষট্সপত্নঃ ।
ভুঙ্ক্ষ্বেহ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্
বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব ॥ ১৯ ॥

ত্বম্—তুমি; **তু**—তখন; **অব্জ-নাভ**—পদ্মফুলের মতো যাঁর নাভি সেই ভগবানের; **অঙ্ঘ্রি**—চরণ; **সরোজ**—কমল; **কোশ**—সম্পুট; **দুর্গ**—দুর্গ; **আশ্রিতঃ**—শরণাগত; **নির্জিত**—বিজিত; **ষট্-সপত্নঃ**—ষড়রিপু (মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়); **ভুঙ্ক্ষ্ব**—ভোগ কর; **ইহ**—এই জড় জগতে; **ভোগান্**—ভোগ্যবস্তু; **পুরুষ**—পরম পুরুষের দ্বারা; **অতিদিষ্টান্**—বিশেষভাবে আদিষ্ট; **বিমুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—জড় সঙ্গ থেকে; **প্রকৃতিম্**—স্বরূপ; **ভজস্ব**—উপভোগ কর।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয়ব্রত! পদ্মনাভ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-কোষরূপ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি ছয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদের জয় কর। তুমি জড়সুখ ভোগ কর কারণ ভগবান বিশেষভাবে তোমাকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। তার ফলে তুমি সর্বদা জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত থাকবে এবং তোমার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে ভগবানের আদেশ পালন করতে পারবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে তিন প্রকার মানুষ রয়েছে। যারা যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় কর্মী। তাদের উপরে রয়েছে জ্ঞানীরা, যারা ইন্দ্রিয়ের বেগসমূহ দমন করার চেষ্টা করে, এবং তাদের উপরে রয়েছেন যোগীগণ, যাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের ইন্দ্রিয় জয় করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত নন। ভগবদ্ভক্তরা, যাঁরা উপরোক্ত তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন, কেবল তাঁরাই চিন্ময়। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, কোন অবস্থাতেই যাঁর অধঃপতন হয় না, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত।"

ব্রহ্মা এখানে প্রিয়ব্রতকে গৃহস্থ-আশ্রমরূপ দুর্গে থাকতে বলেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ দুর্গের শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন (*অজনাভাঙ্ঘ্রি-সরোজ*)। ভ্রমর যখন পদ্মফুলে প্রবেশ করে মধু পান করে, তখন পদ্মের পাপড়িগুলি তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে। ভ্রমর তখন সূর্যকিরণ এবং অন্যান্য বাহ্য প্রভাবের দ্বারা বিচলিত হয় না। তেমনি, যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পান। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥

যিনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে সবকিছুই অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়, এমনকি অজ্ঞানের মহাসমুদ্র (*ভবাম্বুধি*) তাঁর কাছে গোষ্পদের মতো (*বৎসপদম্*) সংকীর্ণ হয়ে যায়। এই প্রকার ভক্তের পক্ষে প্রতি পদে যে স্থানে বিপদ, সেখানে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা। আমরা যদি ভগবানের পরম আদেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকি, তাহলে স্বর্গে অথবা নরকে যেখানেই আমরা থাকি না কেন, আমরা সর্বদাই সুরক্ষিত থাকব। এখানে *প্রকৃতিং ভজস্ব* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে *প্রকৃতিম্* শব্দে জীবের স্বরূপ বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য দাস। তাই ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে উপদেশ দিয়েছেন, "ভগবানের সেবকরূপে তোমার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হও। তুমি যদি তাঁর আদেশ পালন কর, তাহলে জড় বিষয় ভোগের মাঝখানে থাকলেও কখনও তোমার অধঃপতন হবে না।" সকাম কর্মের ফলে লব্ধ জড় সুখ ভগবান প্রদত্ত জড় সুখ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কখনও কখনও ভক্তও পরম ঐশ্বর্যশালী হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভগবানের আদেশ পালন করার জন্য সেই পদ স্বীকার করেন। তাই ভক্ত কখনও জড়-জাগতিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা পৃথিবীর সর্বত্র ভগবানের বাণী প্রচার করছেন। বহু কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গ করতে হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়, তাঁরা জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত। তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন, যে-কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ৭/১২৯) বর্ণিত হয়েছে—

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥

যে নিষ্ঠাবান ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর বাণী প্রচার করছেন, বিষয়-তরঙ্গ কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যথাসময়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে, তাঁর নিত্য সঙ্গ লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সমভিহিতো মহাভাগবতো ভগবতস্ত্রিভুবনগুরোরনুশাসনমাত্মনো লঘুতয়াবনতশিরোধরো বাঢ়মিতি সবহুমানমুবাহ ॥ ২০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সমভিহিতঃ**—পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভক্ত; **ভগবতঃ**—অতি শক্তিশালী ব্রহ্মার; **ত্রি-ভুবন**—ত্রিলোকের; **গুরোঃ**—গুরু; **অনুশাসনম্**—আদেশ; **আত্মনঃ**—নিজের; **লঘুতয়া**—লঘুতাবশত; **অবনত**—অবনত; **শিরোধরঃ**—মস্তক; **বাঢ়ম্**—সম্মত হয়ে; **ইতি**—এইভাবে; **স-বহু-মানম্**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **উবাহ**—পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে ত্রিভুবনের গুরু ব্রহ্মার দ্বারা পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রিয়ব্রত তাঁর লঘুতা হেতু তাঁকে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, এবং তাঁর সেই আদেশ গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পালন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়ব্রত ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র। তাই সামাজিক সদাচার অনুসারে তাঁর স্থান ছিল ব্রহ্মার থেকে নীচে। কনিষ্ঠের কর্তব্য হচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে গুরুজনের আদেশ পালন করা। প্রিয়ব্রত তাই তৎক্ষণাৎ তাঁকে বলেছিলেন, "হে গুরুদেব! আমি আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করব।" এখানে প্রিয়ব্রতকে মহাভাগবত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের আদেশ পালন করা, অথবা পরম্পরার ধারায় শ্রীগুরুদেবের গুরুদেবের আদেশ পালন করা।

ভগবদ্গীতায় (৪/২) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্*—পরম্পরার ধারায় পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হতে হয়। ভগবানের ভক্ত সর্বদাই নিজেকে ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস বলে মনে করেন।

শ্লোক ২১

ভগবানপি মনুনা যথাবদুপকল্পিতাপচিতিঃ প্রিয়ব্রতনারদয়োরবিষমমভি-সমীক্ষমাণয়োরাত্মসমবস্থানমবাঙ্মনসং ক্ষয়মব্যবহৃতং প্রবর্তয়ন্নগমৎ ॥২১॥

ভগবান্—পরম শক্তিমান ব্রহ্মা; **অপি**—ও; **মনুনা**—মনুর দ্বারা; **যথাবৎ**—যথাবিধি; **উপকল্পিত-অপচিতিঃ**—পূজিত হয়ে; **প্রিয়ব্রত-নারদয়োঃ**—প্রিয়ব্রত এবং নারদের উপস্থিতিতে; **অবিষমম্**—বিদ্বেষ রহিত; **অভিসমীক্ষমাণয়োঃ**—দেখতে লাগলেন; **আত্মসম্**—তাঁর পদের উপযুক্ত; **অবস্থানম্**—তাঁর ধামে; **অবাক্-মনসম্**—মন এবং বাণীর বর্ণনার অতীত; **ক্ষয়ম্**—লোক; **অব্যবহৃতম্**—অস্বাভাবিকভাবে অবস্থিত; **প্রবর্তয়ন্**—প্রস্থান করে; **অগমৎ**—ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তারপর মনু ব্রহ্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য যথাসাধ্য শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পূজা করেছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অবিষম অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে ব্রহ্মাকে দর্শন করতে লাগলেন। প্রিয়ব্রতকে তাঁর পিতার আদেশ পালনে নিযুক্ত করে ব্রহ্মা তাঁর ধাম সত্যলোকে ফিরে গিয়েছিলেন, যে স্থান মন অথবা বাণীর বর্ণনার অতীত।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতকে পৃথিবী শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন, সেই জন্য মনু অবশ্যই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত এবং নারদও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যদিও প্রিয়ব্রতের ব্রহ্মচারীরূপে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ব্রত ভঙ্গ করে তাঁকে জাগতিক বিষয় সামলাতে রাজি করিয়েছিলেন, তবুও নারদ এবং প্রিয়ব্রত ব্রহ্মার প্রতি ক্ষুণ্ণ হননি। প্রিয়ব্রতকে তাঁর শিষ্যে পরিণত করতে নারদের প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়েছিল, সেই জন্যও তিনি মোটেই দুঃখিত হননি। প্রিয়ব্রত এবং নারদ উভয়ই ছিলেন মহাত্মা এবং তাঁরা জানতেন কিভাবে ব্রহ্মাকে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। তাই ব্রহ্মার প্রতি অসন্তুষ্ট

হওয়ার পরিবর্তে, তাঁরা তাঁর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন সত্যলোক নামক তাঁর দিব্য ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যাকে এখানে নিষ্কলুষ এবং বাণীর অগম্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রহ্মা তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, যা তাঁরই মতো মহত্ত্বপূর্ণ। ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর সব চাইতে মহত্ত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর আয়ুষ্কালের বর্ণনা করে *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৭) বলা হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ*। চার যুগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪৩,০০,০০০ বছর, এবং তার সহস্র গুণ হচ্ছে ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা। অতএব বাস্তবিকপক্ষে আমরা ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের বারো ঘণ্টার পরিধি পর্যন্ত অনুমান করতে পারি না, সেই অনুপাতে ব্রহ্মার শতবর্ষ আয়ুর অনুমান করা তো আমাদের কল্পনারও অতীত। তাহলে তাঁর ধামের মহিমা আমরা কিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব? বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সত্যলোকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি নেই। অর্থাৎ, সত্যলোক যেহেতু ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মজ্যোতির সন্নিকটে অবস্থিত, তাই তা প্রায় বৈকুণ্ঠলোকের মতো। আমাদের পক্ষে ব্রহ্মার ধামের বর্ণনা করা অসম্ভব, তাই তাকে *অবাঙ্মনসগোচর* বা আমাদের বাণী এবং মনের কল্পনার অতীত বলে তার বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে ব্রহ্মার ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*যদ্ বৈ পরার্ধ্যং তদ্ উপারমেষ্ঠ্যং ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নার্তির্ন চোদ্বেগঃ*। "এখান থেকে কোটি কোটি বৎসর দূরে অবস্থিত যে সত্যলোক, সেখানে কোন রকম শোক নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, কুণ্ঠা নেই অথবা শত্রুতা নেই।"

শ্লোক ২২

মনুরপি পরেণৈবং প্রতিসন্ধিতমনোরথঃ সুরর্ষিবরানুমতেনাত্মজমখিল-ধরামণ্ডলস্থিতিগুপ্তয় আস্থাপ্য স্বয়মতিবিষমবিষয়বিষজলাশয়াশায়া উপররাম ॥ ২২ ॥

মনুঃ—স্বায়ম্ভুব মনু; **অপি**—ও; **পরেণ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **প্রতিসন্ধিত**—সম্পাদিত; **মনঃ-রথঃ**—তাঁর মনোবাসনা; **সুর-ঋষি-বর**—দেবর্ষি নারদের; **অনুমতেন**—অনুমতিক্রমে; **আত্ম-জম্**—তাঁর পুত্রকে; **অখিল**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **ধরা-মণ্ডল**—বিশ্বের; **স্থিতি**—পালন; **গুপ্তয়ে**—রক্ষা করার জন্য;

আস্থাপ্য—স্থাপন করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অতি-বিষম**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বিষয়**—জড়-জাগতিক বিষয়; **বিষ**—বিষের; **জল-আশয়**—সমুদ্র; **আশায়াঃ**—বাসনা থেকে; **উপররাম**—নিবৃত্তি লাভ করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মার সহায়তায় স্বায়ম্ভুব মনুর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে, তিনি তাঁর পুত্রকে নিখিল ভূমণ্ডল পালন এবং রক্ষা করার জন্য রাজকীয় দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়রূপ বিষের সমুদ্র থেকে উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতকে নারদের মতো একজন মহাপুরুষ গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন না করার উপদেশ দিচ্ছিলেন। ব্রহ্মা যে এখন তাঁর পুত্রকে ব্রহ্মাণ্ড-শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজি করিয়েছিলেন, সেই জন্য তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, বৈবস্বত মনু ছিলেন সূর্যদেবের পুত্র এবং তাঁর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু সসাগরা পৃথিবী শাসন করেছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বায়ম্ভুব মনু ছিলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসনের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি, এবং তিনি তাঁর পুত্র মহারাজ প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক শাসন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। *ধরামণ্ডল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'লোক'। যেমন, এই পৃথিবীকে বলা হয় *ধরামণ্ডল* । কিন্তু *অখিল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত যে কোথায় অবস্থিত ছিলেন তা বোঝা কঠিন। কিন্তু এই শাস্ত্রের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর পদ বৈবস্বত মনুর থেকে অনেক মহত্ত্বপূর্ণ ছিল, কারণ তাঁর উপর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের লোকসমূহের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল।

এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি হচ্ছে যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার দায়িত্বভার থেকে নিবৃত্ত হওয়ার ফলে, স্বায়ম্ভুব মনুর পরম সন্তোষ হয়েছিল। বর্তমানে রাজনীতিবিদেরা রাজ্য-শাসনভার গ্রহণে অত্যন্ত উৎসুক, এবং রাষ্ট্রপতি অথবা সেই ধরনের অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরা তাঁদের লোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট সংগ্রহ করার জন্য পাঠায়। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রিয়ব্রতকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট হতে রাজি করাবার জন্য ব্রহ্মাকে

রীতিমতো জোর করতে হয়েছিল। তেমনি, প্রিয়ব্রতের হস্তে ব্রহ্মাণ্ডের শাসনভার অর্পণ করে তাঁর পিতা স্বায়ম্ভুব মনু স্বস্তি অনুভব করেছিলেন। এইভাবে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগে রাজা এবং রাষ্ট্রনেতারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য তাঁদের পদ গ্রহণ করতেন না। রাজর্ষি নামক এই প্রকার মহান রাজারা প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য এবং রাজ্যপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই কেবল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতেন। প্রিয়ব্রত এবং স্বায়ম্ভুব মনুর ইতিহাসের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, দায়িত্বশীল আদর্শ সম্রাটেরা কিভাবে উদাসীন থেকে এবং জড় আসক্তির কলুষ থেকে সর্বদা মুক্ত থেকে তাঁদের রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদন করতেন।

জড়-জাগতিক বিষয়কে এখানে বিষের সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও তাঁর একটি সঙ্গীতে সেই কথা বর্ণনা করেছেন—

সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ।

"বিষয়রূপ বিষের আগুনে আমার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু সেই তাপ জুড়াবার কোন প্রচেষ্টা আমি করিনি।"

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায় ॥

"তা নিরাময়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন বা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন, যা হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবনের প্রেমধন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, তার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।" মনু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রতের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করে তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতার প্রথা। জীবনের শেষভাগে প্রতিটি মানুষ জড়-জাগতিক বিষয় থেকে অবসর গ্রহণ করে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।

এখানে *সুরর্ষিবর-অনুমতেন* পদটি তাৎপর্যপূর্ণ। মনু দেবর্ষি নারদের অনুমতিক্রমে তাঁর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করেছিলেন। সেই কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ নারদ যদিও চেয়েছিলেন যে, প্রিয়ব্রত যেন সমস্ত জড়-জাগতিক বিষয় থেকে মুক্ত হন, তবুও ব্রহ্মা এবং মনুর অনুরোধে প্রিয়ব্রত যখন ব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন নারদও অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

ইতি হ বাব স জগতীপতিরীশ্বরেচ্ছয়াধিনিবেশিতকর্মাধিকারোঽখিল-জগদ্বন্ধধ্বংসনপরানুভাবস্য ভগবত আদিপুরুষস্যাঙ্ঘ্রিযুগলান-বরতধ্যানানুভাবেন পরিরন্ধিতকষায়াশয়োঽবদাতোঽপি মানবর্ধনো মহতাং মহীতলমনুশশাস ॥ ২৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **হ বাব**—নিঃসন্দেহে; **সঃ**—তিনি; **জগতী-পতিঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট; **ঈশ্বর-ইচ্ছয়া**—পরমেশ্বর ভগবানের আদেশে; **অধিনিবেশিত**—পূর্ণরূপে যুক্ত; **কর্ম-অধিকারঃ**—জড়-জাগতিক কার্যে; **অখিল-জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **বন্ধ**—বন্ধন; **ধ্বংসন**—ধ্বংস করে; **পর**—দিব্য; **অনুভাবস্য**—যাঁর প্রভাব; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **আদি-পুরুষস্য**—আদি পুরুষের; **অঙ্ঘ্রি**—শ্রীপাদপদ্মে; **যুগল**—যুগল; **অনবরত**—নিরন্তর; **ধ্যান-অনুভাবেন**—ধ্যানের দ্বারা; **পরিরন্ধিত**—দগ্ধ; **কষায়**—সমস্ত কলুষ; **আশয়ঃ**—তাঁর হৃদয়ে; **অবদাতঃ**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **অপি**—যদিও; **মান-বর্ধনঃ**—কেবল সম্মান প্রদান করার জন্য; **মহতাম্**—মহান ব্যক্তিদের; **মহীতলম্**—জড় জগৎ; **অনুশশাস**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে, মহারাজ প্রিয়ব্রত জাগতিক কার্যকলাপে পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ-স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, তবুও মহৎ ব্যক্তিদের মান বৃদ্ধি করার জন্য তিনি এই জড় জগৎ শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মানবর্ধনো মহতাম্* ('কেবল মহৎ ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য') পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও ছিলেন মুক্ত পুরুষ এবং কোন জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না, তবুও তিনি রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মাকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। অর্জুনও এইভাবে আচরণ করেছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা অথবা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার কোন বাসনা অর্জুনের ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে তা করতে আদেশ দেন, তখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা

সহকারে তাঁর সেই কর্তব্য পালন করেছিলেন। যিনি সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত জড় কলুষের অতীত। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করেন, তিনিই সব চাইতে ঘনিষ্ঠভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪৭) তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত আপাতদৃষ্টিতে, ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন মুক্ত পুরুষ এবং যোগীশ্রেষ্ঠ। গুরুজনদের এইভাবে সম্মান প্রদর্শন করা তাঁর আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৭/২৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

যে ভক্ত যথার্থই উন্নত, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালনের সুযোগ পেলে কখনই ভীত হন না। মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়ব্রত যে কেন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছিলেন, তা এখানে আমরা বুঝতে পারছি। কেবল এই কারণেই জড় জগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন মহাভাগবতও ভগবদ্ভক্তির মধ্যম অধিকারের স্তরে নেমে আসেন—সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য।

শ্লোক ২৪

অথ চ দুহিতরং প্রজাপতের্বিশ্বকর্মণ উপযেমে বর্হিষ্মতীং নাম তস্যামু হ বাব আত্মজানাত্মসমানশীলগুণকর্মরূপবীর্যোদারান্ দশ ভাবয়াম্বভূব কন্যাং চ যবীয়সীমূর্জস্বতীং নাম ॥ ২৪ ॥

অথ—তারপর; **চ**—ও; **দুহিতরম্**—কন্যা; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতির; **বিশ্বকর্মণঃ**—বিশ্বকর্মা নামক; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **বর্হিষ্মতীম্**—বর্হিষ্মতী; **নাম**—নামক; **তস্যাম্**—তাঁর থেকে; **উ হ**—প্রসিদ্ধ; **বাব**—আশ্চর্যজনক; **আত্ম-জান্**—পুত্র; **আত্ম-সমান**—ঠিক নিজের মতো; **শীল**—চরিত্র; **গুণ**—গুণ; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **রূপ**—

সৌন্দর্য; **বীর্য**—বল; **উদারান্**—যার ঔদার্য; **দশ**—দশ; **ভাবয়াম্ বভূব**—তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কন্যাম্**—কন্যা; **চ**—ও; **যবীয়সীম্**—সব চাইতে ছোট; **ঊর্জস্বতীম্**—ঊর্জস্বতী; **নাম**—নামক।

অনুবাদ

তারপর মহারাজ প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে তিনি দশটি পুত্র উৎপন্ন করেন, যাঁরা সৌন্দর্যে, চরিত্রে, উদারতায় এবং অন্যান্য গুণাবলীতে তাঁরই সমান ছিলেন। তাঁর একটি কন্যাও হয়েছিল, যে ছিল সব চাইতে ছোট এবং তার নাম ছিল ঊর্জস্বতী।

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রত কেবল ব্রহ্মার আদেশ পালন করার জন্য রাজ্যভারই গ্রহণ করেননি, অধিকন্তু তিনি বিশ্বকর্মা নামক প্রজাপতির কন্যা বর্হিষ্মতীকে বিবাহও করেছিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত যেহেতু দিব্যজ্ঞানে পূর্ণরূপে নিষ্ণাত ছিলেন, তাই তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, ব্রহ্মচারীরূপে তাঁর রাজকার্য সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি পত্নীর পাণিগ্রহণ করে গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। আদর্শ গৃহস্থ-আশ্রমের নিয়ম হচ্ছে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করা। মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী যখন অপ্রকট হন, তখন তাঁর মা তাঁকে পুনরায় বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর বয়স তখন ছিল ২০ বছর এবং তিনি ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করতে যাচ্ছিলেন, তবুও তাঁর মায়ের অনুরোধে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাকে বলেছিলেন, "গৃহস্থ-আশ্রমের অর্থ কেবল গৃহে থাকাই নয়। প্রকৃত গৃহস্থ-জীবনের অর্থ হচ্ছে পত্নীসহ গৃহে অবস্থান করা। তাই আমি অবশ্যই পত্নীর পাণিগ্রহণ করব।"

এই শ্লোকে *উ হ বাব* শব্দ তিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিনটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে আশ্চর্য প্রকাশ করার জন্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত ত্যাগের ব্রত অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু ত্যাগের জীবনে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেই সমস্ত কার্যকলাপ হচ্ছে ভোগের পন্থা। তাই ত্যাগের পথ অনুসরণকারী মহারাজ প্রিয়ব্রত যে ভোগের পথ অবলম্বন করেছিলেন, তা মহা আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও আমার শিষ্যদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য কেউ কেউ আমার সমালোচনা করেছে। কিন্তু সেই সম্বন্ধে আমাকে বলতে হয় যে, যেহেতু আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছি

এবং যেহেতু আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদর্শ বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে, তাই ত্যাগের পথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও, আমাদের এই সংস্থার সদস্যদের কখনও কখনও বিবাহে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। যারা *দৈব-বর্ণাশ্রম* ধর্ম স্থাপনে আগ্রহী নয়, তাদের কাছে এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কিন্তু *দৈব-বর্ণাশ্রম* প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। *দৈব-বর্ণাশ্রমে* জন্ম অনুসারে সমাজের বর্ণবিভাগ হয় না, কারণ *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুণ এবং কর্ম অনুসারে চার বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য *দৈব-বর্ণাশ্রম* স্থাপন করতে হবে। মূর্খ সমালোচকদের কাছে তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় সমাজের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

শ্লোক ২৫

আগ্নীধ্রেষ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুমহাবীরহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠসবনমেধাতিথি-বীতিহোত্রকবয় ইতি সর্ব এবাগ্নিনামানঃ ॥ ২৫ ॥

আগ্নীধ্র—আগ্নীধ্র; **ইষ্মজিহ্ব**—ইষ্মজিহ্ব; **যজ্ঞবাহু**—যজ্ঞবাহু; **মহাবীর**—মহাবীর; **হিরণ্যরেতঃ**—হিরণ্যরেতা; **ঘৃতপৃষ্ঠ**—ঘৃতপৃষ্ঠ; **সবন**—সবন; **মেধাতিথি**—মেধাতিথি; **বীতিহোত্র**—বীতিহোত্র; **কবয়ঃ**—এবং কবি; **ইতি**—এই প্রকার; **সর্বে**—এই সমস্ত; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অগ্নি**—অগ্নিদেবের; **নামানঃ**—নাম।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নাম ছিল আগ্নীধ্র, ইষ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতিহোত্র এবং কবি। অগ্নিদেবের নাম অনুসারে এদের নামকরণ হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

এতেষাং কবির্মহাবীরঃ সবন ইতি ত্রয় আসন্নূর্ধ্বরেতসস্ত আত্মবিদ্যায়াম-র্ভভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমেবাশ্রমমভজন্ ॥ ২৬ ॥

এতেষাম্—এঁদের মধ্যে; **কবিঃ**—কবি; **মহাবীরঃ**—মহাবীর; **সবনঃ**—সবন; **ইতি**—এইভাবে; **ত্রয়ঃ**—তিন; **আসন্**—ছিলেন; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী;

তে—তাঁরা; **আত্ম-বিদ্যায়াম্**—দিব্য জ্ঞানে; **অর্ভ-ভাবাৎ**—শৈশব থেকে; **আরভ্য**—শুরু করে; **কৃত-পরিচয়াঃ**—সুপরিচিত; **পারমহংস্যম্**—মানব-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আশ্রমম্**—আশ্রম; **অভজন্**—পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের মধ্যে তিনজন—কবি, মহাবীর এবং সবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই ব্রহ্মবিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত হয়ে, তাঁরা মানব-জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি পরমহংস-আশ্রমের ভজনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ঊর্ধ্ব-রেতসঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ঊর্ধ্ব-রেতঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌন বাসনা সংযত করে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বীর্য স্খলন হতে না দিয়ে, তা দেহে সঞ্চয় করে মস্তিষ্ককে উর্বর করা। যে ব্যক্তি যৌন বাসনা সম্পূর্ণরূপে সংযত করতে পারেন, তিনি তাঁর স্মরণশক্তি লাভ করেন। তার ফলে, পুরাকালে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে বৈদিক উপদেশ একবার শ্রবণ করেই তা অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখতে পারতেন। তাদের বই পড়ার কোন প্রয়োজন হত না, এবং তাই তখনকার দিনে বইয়ের প্রচলন ছিল না।

অন্য আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *অর্ভ-ভাবাৎ*, অর্থাৎ 'শৈশব থেকে'। তার আর একটি অর্থ হচ্ছে 'শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে'। অর্থাৎ, পরমহংস জীবন অন্যের কল্যাণ সাধনের জন্য উৎসর্গীকৃত থাকে। পিতা যেমন তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে অনেক কিছু উৎসর্গ করেন, ঠিক তেমনই পরমহংস মানব-সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্ব প্রকার দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেন। সেই সম্পর্কে ষড়্গোস্বামীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষমণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ ।
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ॥

অধঃপতিত দীন জনগণদের প্রতি করুণাবশত ছয় গোস্বামীগণ তাঁদের অতি উন্নত রাজপদ পরিত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের দৈহিক আবশ্যকতাগুলি যতদূর সম্ভব হ্রাস করে, কৌপীন এবং কন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এইভাবে বৃন্দাবনে অবস্থান করে তাঁরা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সংকলন করে এবং প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তস্মিন্নু হ বা উপশমশীলাঃ পরমর্ষয়ঃ সকলজীবনিকায়াবাসস্য ভগবতো বাসুদেবস্য ভীতানাং শরণভূতস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দাবিরতস্মরণাবিগলিত-পরমভক্তিযোগানুভাবেন পরিভাবিতান্তর্হৃদয়াধিগতে ভগবতি সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূতে প্রত্যগাত্মন্যেবাত্মনস্তাদাত্ম্যমবিশেষেণ সমীয়ুঃ ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্—সেই পরমহংস আশ্রমে; **উ**—নিশ্চিতভাবে; **হ**—অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; **বা**—বাস্তবিকপক্ষে; **উপশম-শীলাঃ**—সন্ন্যাস আশ্রমে; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **সকল**—সমস্ত; **জীব**—জীব; **নিকায়**—সমূহ; **আবাসস্য**—বাসস্থান; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বাসুদেবস্য**—বাসুদেবের; **ভীতানাম্**—সংসার ভয়ে ভীত; **শরণ-ভূতস্য**—যিনি একমাত্র আশ্রয়; **শ্রীমৎ**—ভগবানের; **চরণ-অরবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্ম; **অবিরত**—নিরন্তর; **স্মরণ**—স্মরণ করে; **অবিগলিত**—সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ; **পরম**—পরম; **ভক্তি-যোগ**—ভক্তিযোগের; **অনুভাবেন**—প্রভাবে; **পরিভাবিত**—শুদ্ধিকৃত; **অন্তঃ**—অন্তরে; **হৃদয়**—হৃদয়; **অধিগতে**—উপলব্ধি করেছিলেন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **সর্বেষাম্**—সকলের; **ভূতানাম্**—জীবদের; **আত্ম-ভূতে**—দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত; **প্রত্যক্**—প্রত্যক্ষভাবে; **আত্মনি**—পরমাত্মা সহ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তাদাত্ম্যম্**—গুণগত সাম্য; **অবিশেষেণ**—পার্থক্য রহিত; **সমীয়ুঃ**—উপলব্ধি করেছিলেন।

অনুবাদ

জীবনের শুরু থেকেই সন্ন্যাস আশ্রমে অবস্থিত হয়ে, তাঁরা তিনজন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে সংযত করে পরমহংসত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁদের চিত্ত সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিল, যিনি সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় হওয়ার ফলে বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ। যারা সংসার ভয়ে ভীত, ভগবান বাসুদেবই হচ্ছেন তাদের একমাত্র আশ্রয়। নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের ভক্তির প্রভাবে তাঁরা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারতেন, এবং তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের গুণগতভাবে কোন পার্থক্য নেই।

তাৎপর্য

পরমহংস স্তর হচ্ছে সন্ন্যাস-আশ্রমের সর্বোচ্চ স্তর। সন্ন্যাস-আশ্রমের চারটি স্তর রয়েছে—*কুটিচক, বহূদক, পরিব্রাজকাচার্য* এবং *পরমহংস।* বৈদিক প্রথা অনুসারে

কেউ যখন সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন প্রথম পর্যায়ে তিনি গ্রামের বাইরে একটি কুটিরে বাস করেন এবং তাঁর আবশ্যকতাগুলি, বিশেষ করে আহার তাঁর বাড়ি থেকে সরবরাহ করা হয়। এই স্তরকে বলা হয় *কুটিচক*। তারপর সন্ন্যাস-আশ্রমে উন্নতি সাধন করার পর, তিনি আর তাঁর গৃহ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে, তাঁর আবশ্যকতাগুলি, বিশেষ করে আহার্য বহু স্থান থেকে সংগ্রহ করেন। এই বৃত্তিকে বলা হয় মাধুকরী, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'মধুকরের বৃত্তি'। মৌমাছি বহু ফুল থেকে অল্প অল্প করে মধু সংগ্রহ করে, তেমনই সন্ন্যাসী কোন একটি গৃহ থেকে অনেক আহার্য সংগ্রহ না করে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে একটু একটু করে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। এই স্তরকে বলা হয় *বহূদক*। সন্ন্যাসী যখন আরও পারদর্শী হন, তখন তিনি ভগবান বাসুদেবের মহিমা প্রচার করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তখন তাঁকে বলা হয় *পরিব্রাজকাচার্য*। সন্ন্যাসী যখন তাঁর প্রচারকার্য সমাপ্ত করে নিষ্ঠা সহকারে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য এক স্থানে অবস্থান করেন, তখন সেই স্তরকে বলা হয় *পরমহংস*। প্রকৃত *পরমহংস* হচ্ছেন তিনি, যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয় সংযত করে অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। প্রিয়ব্রতের তিন পুত্র কবি, মহাবীর এবং সবন তাঁদের জীবনের শুরু থেকেই *পরমহংস* স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলি তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি, কেননা সেগুলি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিল। তাই তাঁদের তিনজনকে এই শ্লোকে *উপশমশীলাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *উপশম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সম্পূর্ণরূপে সংযত'। যেহেতু তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলেন, তাই বুঝতে হবে যে তাঁরা ছিলেন মহান ঋষি এবং মহাত্মা।

তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার পর, তাঁরা তাঁদের মন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্রীভূত করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) উল্লেখ করা হয়েছে, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*। বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মই সবকিছু। ভগবান বাসুদেব হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস। মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত জীব গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে, যিনি মহাবিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করেন। এই দুই বিষ্ণুতত্ত্বই হচ্ছেন বাসুদেব-তত্ত্ব, এবং তাই কবি, মহাবীর এবং সবন—এই তিন মহর্ষি সর্বদা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এইভাবে তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই উপলব্ধির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যে, কেবলমাত্র ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, সর্বতোভাবে স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকে উল্লিখিত *পরম-ভক্তিযোগ*

কথাটির অর্থ হচ্ছে, অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা ছাড়া জীবের অন্য আর কোন কর্তব্য নেই। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *বাসুদেবঃ সর্বমিতি* । *পরম-ভক্তিযোগের* প্রভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে, আপনা থেকেই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

উত্তম ভক্ত, যাকে সৎ বা সাধু বলা হয়, তিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারেন। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জীব হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন, এবং তার ফলে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা তাঁকে তাঁর হৃদয়ে দর্শন করেন।

শ্লোক ২৮

অন্যস্যামপি জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্রা আসন্নুত্তমস্তামসো রৈবত ইতি মন্বন্তরাধিপতয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যস্যাম্—অন্য; **অপি**—ও; **জায়ায়াম্**—পত্নী থেকে; **ত্রয়ঃ**—তিন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **আসন্**—ছিল; **উত্তমঃ তামসঃ রৈবতঃ**—উত্তম, তামস এবং রৈবত; **ইতি**—এইভাবে; **মনু-অন্তর**—মন্বন্তরের; **অধিপতয়ঃ**—অধিপতি।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের আরও একজন পত্নী ছিলেন। তাঁর গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা তিনজনই মন্বন্তরের অধিপতি হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মন্বন্তর হয়। এক মনুর আয়ুষ্কাল বা এক-একটি মন্বন্তরের স্থায়িত্ব হচ্ছে একাত্তর চতুর্যুগ (৭১ × ৪৩,২০,০০০ বৎসর)। এই মন্বন্তরগুলিতে

শাসন করার জন্য প্রায় সমস্ত মনুই এসেছিলেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের বংশ থেকে। এখানে তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম উত্তম, তামস এবং রৈবত বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

এবমুপশমায়নেষু স্বতনয়েষ্বথ জগতীপতির্জগতীমর্বুদান্যেকাদশ পরিবৎসরাণামব্যাহতাখিলপুরুষকারসারসম্ভৃতদোর্দণ্ডযুগলাপীড়িতমৌর্বীগুণস্তনিতবিরমিতধর্মপ্রতিপক্ষো বর্হিষ্মত্যাশ্চানুদিনমেধমানপ্রমোদপ্রসরণযৌষিণ্যব্রীড়াপ্রমুষিতহাসাবলোকরুচিরক্ষেল্যাদিভিঃ পরাভূয়মানবিবেক ইবানববুধ্যমান ইব মহামনা বুভুজে ॥ ২৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **উপশম-অয়নেষু**—সকলেই অত্যন্ত যোগ্য; **স্ব-তনয়েষু**—তাঁর পুত্রদের; **অথ**—তারপর; **জগতী-পতিঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; **জগতীম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **অর্বুদানি**—অর্বুদ (১০,০০,০০,০০০); **একাদশ**—একাদশ; **পরিবৎসরাণাম্**—বছরের; **অব্যাহত**—অপ্রতিহত; **অখিল**—বিশ্বজনীন; **পুরুষকার**—বীর্য; **সার**—শক্তি; **সম্ভৃত**—সমন্বিত; **দোঃ-দণ্ডঃ**—বলবান বাহুর; **যুগল**—যুগল; **আপীড়িত**—আকৃষ্ট হয়ে; **মৌর্বী-গুণ**—ধনুকের ছিলা; **স্তনিত**—টঙ্কারের দ্বারা; **বিরমিত**— পরাজিত; **ধর্ম**—ধর্মীয় অনুশাসন; **প্রতিপক্ষঃ**—বিপক্ষ; **বর্হিষ্মত্যাঃ**—তাঁর পত্নী বর্হিষ্মতীর; **চ**—এবং; **অনুদিনম্**—প্রতিদিন; **এধমান**—বর্ধমান; **প্রমোদ**—মনোরঞ্জন; **প্রসরণ**—সৌজন্যপূর্ণ আচরণ; **যৌষিণ্য**—স্ত্রীসুলভ আচরণ; **ব্রীড়া**—লজ্জা; **প্রমুষিত**—সংকুচিত; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **রুচির**—মনোহর; **ক্ষ্বেলি-আদিভিঃ**—প্রেম বিনিময়ের দ্বারা; **পরাভূয়মান**—পরাস্ত হয়ে; **বিবেকঃ**—তাঁর প্রকৃত জ্ঞান; **ইব**—সদৃশ; **অনববুধ্যমানঃ**—নির্বোধ ব্যক্তি; **ইব**—সদৃশ; **মহা-মনাঃ**—মহাত্মা; **বুভুজে**—শাসন করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে কবি, মহাবীর এবং সবন পরমহংস-আশ্রম আশ্রয় করলে, মহামনা প্রিয়ব্রত একাদশ অর্বুদ বৎসর ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি যখন তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাহুযুগলের দ্বারা তাঁর ধনুকে শর যোজন করতেন, তখন ধর্মদ্রোহীরা তাঁর ভয়ে পলায়ন করত। এইভাবে প্রবল বিক্রমে তিনি ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী বর্হিষ্মতীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, এবং দিনে দিনে

তাঁদের প্রণয় বর্ধিত হয়েছিল। মহারাণী বর্হিষ্মতী তাঁর স্ত্রীসুলভ বেশভূষা, গমনভঙ্গি, হাস্য, লাস্য এবং কটাক্ষের দ্বারা তাঁর শক্তি বর্ধিত করেছিলেন। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন একজন মহাত্মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পত্নীর প্রেমে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। তিনি তাঁর পত্নীর সঙ্গে ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন মহাত্মা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ধর্ম-প্রতিপক্ষঃ* শব্দটি কোন বিশেষ ধর্মের বিরোধীদের বোঝাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা বর্ণাশ্রম-ধর্মের যারা বিরোধী তাদের বোঝাচ্ছে। সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং নাগরিকদের ধীরে ধীরে জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের পথে অর্থাৎ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে পরিচালিত করার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয়, মহারাজ প্রিয়ব্রত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, যারা এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করত তাদের যুদ্ধে আহ্বান করা মাত্র অথবা দণ্ডদান করতে উদ্যত হওয়া মাত্র, তারা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করত। প্রকৃতপক্ষে মহারাজ প্রিয়ব্রতকে যুদ্ধ করতে হত না, কারণ তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে কেউই বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করতে সাহস করত না। বলা হয় যে, মানব-সমাজ যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তা কুকুর-বেড়ালের পশুসমাজের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর অসাধারণ এবং অতুলনীয় বীর্যের দ্বারা অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম রক্ষা করেছিলেন।

এই প্রকার কঠোর সতর্কতা সহকারে জীবন যাপন করতে হলে, পত্নীর অনুপ্রেরণা আবশ্যক হয়। বর্ণাশ্রম প্রথায়, কয়েক শ্রেণীর মানুষের, যেমন ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের স্ত্রীর অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ক্ষত্রিয় এবং গৃহস্থদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পত্নীদের অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থ অথবা ক্ষত্রিয়রা তাদের পত্নীর সাহচর্য ব্যতীত তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, গৃহস্থের পত্নীসহ বাস করা উচিত। ক্ষত্রিয়দের যথাযথভাবে রাজকার্য সম্পাদনের জন্য বহু পত্নী বিবাহ করার অনুমতি ছিল। কর্মজীবন এবং রাজনৈতিক কার্য সম্পাদনের জন্য যোগ্য পত্নীর সাহচর্য প্রয়োজন। নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত তাই তাঁর সুযোগ্য পত্নী বর্হিষ্মতীর সাহায্য

গ্রহণ করেছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর মহান পতির মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর বসনে নিজেকে সজ্জিত করতেন, এবং তাঁর মধুর হাস্য ও সুন্দর দেহ প্রদর্শন করতেন। মহারাণী বর্হিষ্মতী সর্বদা মহারাজ প্রিয়ব্রতকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং তার ফলে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর রাজকার্য সম্পাদন করতেন। এই শ্লোকে ইব শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে, এবং তার ফলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মহারাজ প্রিয়ব্রত ঠিক একজন স্ত্রৈণের মতো আচরণ করতেন এবং তার ফলে মনে হত যেন তিনি তাঁর পুরুষোচিত দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তিনি একজন কর্মী পতির মতো আচরণ করছিলেন। এইভাবে মহারাজ প্রিয়ব্রত এগার অর্বুদ বৎসর ধরে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন। এক অর্বুদ হচ্ছে ১০,০০,০০,০০০ বছর এবং মহারাজ প্রিয়ব্রত এই প্রকার এগার অর্বুদ বৎসর ধরে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

যাবদবভাসয়তি সুরগিরিমনুপরিক্রামন্ ভগবানাদিত্যো বসুধাতলমর্ধেনৈব প্রতপত্যর্ধেনাবচ্ছাদয়তি তদা হি ভগবদুপাসনোপচিতাতিপুরুষ-প্রভাবস্তদনভিনন্দন্ সমজবেন রথেন জ্যোতির্ময়েন রজনীমপি দিনং করিষ্যামীতি সপ্তকৃত্বস্তরণিমনুপর্যক্রামদ্ দ্বিতীয় ইব পতঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **অবভাসয়তি**—কিরণ বিতরণ করে; **সুর-গিরিম্**—সুমেরু পর্বত; **অনুপরিক্রামন্**—পরিক্রমা করে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **আদিত্যঃ**—সূর্যদেব; **বসুধা-তলম্**—অধোলোক; **অর্ধেন**—অর্ধেক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রতপতি**—আলোকে উদ্ভাসিত করে; **অর্ধেন**—অর্ধভাগ; **অবচ্ছাদয়তি**—অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে; **তদা**—তখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ভগবৎ-উপাসনা**—ভগবানের উপাসনার দ্বারা; **উপচিত**—তাঁকে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করার দ্বারা; **অতি-পুরুষ**—অসাধারণ পুরুষ; **প্রভাবঃ**—প্রভাব; **তৎ**—তা; **অনভিনন্দন**—অরুচিকর; **সমজবেন**—সমান শক্তিশালী; **রথেন**—রথে; **জ্যোতিঃ-ময়েন**—জ্যোতির্ময়; **রজনীম্**—রাত্রিকে; **অপি**—ও; **দিনম্**—দিনে; **করিষ্যামি**—করব; **ইতি**—এইভাবে; **সপ্ত-কৃৎ**—সাতবার; **বস্তরণিম্**—সূর্যের কক্ষপথ অনুসরণ করে; **অনুপর্যক্রামৎ**—পরিক্রমা করেছিলেন; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **ইব**—সদৃশ; **পতঙ্গঃ**—সূর্য।

অনুবাদ

এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড শাসন করার সময়, মহারাজ প্রিয়ব্রত একবার পরম শক্তিমান সূর্যদেবের কক্ষপথে বিচরণের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নিজের রথে চড়ে সুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করার সময়, সূর্যদেব সমস্ত গ্রহলোকগুলিকে আলোকিত করেন। কিন্তু, সূর্যদেব যখন পর্বতের উত্তর ভাগ আলোকিত করেন, তখন অবনীতলের দক্ষিণ ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, আবার সূর্য যখন দক্ষিণ ভাগকে আলোকিত করেন, তখন উত্তর ভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই ব্যবস্থা মহারাজ প্রিয়ব্রতের কাছে অরুচিকর বলে মনে হওয়ায়, তিনি রজনীকেও দিবাভাগে পরিণত করতে মনস্থ করেছিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় রথে সূর্যদেবের কক্ষপথ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এই প্রকার অলৌকিক কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার ফলে তিনি এই প্রকার অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একটি প্রবাদ আছে, "এমনই ক্ষমতা যে দিনকে রাত করতে পারে এবং রাতকে দিন করতে পারে।" প্রিয়ব্রতের ক্ষমতা থেকে এই প্রবাদটি প্রচলিত হয়েছে। তাঁর এই কার্যকলাপ থেকে বোঝা যায় যে, ভগবানের আরাধনা করার ফলে তিনি কত শক্তিশালী হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম যোগেশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৭৮) বলা হয়েছে যে, যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ বিরাজ করেন (*যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ*), সেখানে বিজয়, সৌভাগ্য এবং সমস্ত ঐশ্বর্য বর্তমান থাকে। ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব। ভক্ত যখন কোন কিছু সম্পাদন করতে চান, তখন তিনি তাঁর নিজের যোগশক্তির প্রভাবে তা করেন না, তা সম্পাদিত হয় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়। ভগবানের কৃপায় ভক্তও এমন সমস্ত আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যা বড় বড় বৈজ্ঞানিকদেরও কল্পনার অতীত।

এই শ্লোকের বর্ণনা থেকে প্রতীত হয় যে, সূর্য গতিশীল। আধুনিক জ্যোতির্বিদদের মতে গ্রহ পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্য এক স্থানে স্থিত; কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সূর্য স্থির নয়, তা তার কক্ষপথে বিচরণ করছে। এই সত্য *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৫২) প্রতিপন্ন হয়েছে। *যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রঃ*— পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে সূর্য তাঁর কক্ষপথে ভ্রমণ করছে। *জ্যোতির্বেদ* অনুসারে, সূর্য বছরের ছয় মাস সুমেরু পর্বতের উত্তর ভাগে বিচরণ করে এবং ছয় মাস দক্ষিণ ভাগে বিচরণ করে। আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতাতে আমরা

দেখতে পাই, যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল হয়। আধুনিক যুগের জড় বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করে যে, তারা সূর্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু তারা মহারাজ প্রিয়ব্রতের মতো একটি দ্বিতীয় সূর্য তৈরি করতে পারে না।

মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রথ তৈরি করেছিলেন, তবুও সূর্যদেবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না, কারণ বৈষ্ণব কখনও অপর বৈষ্ণবের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জড় জগৎকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, মহারাজ প্রিয়ব্রতের জ্যোতির্ময় সূর্যের কিরণ বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রের কিরণের মতো সুখদায়ক ছিল, এবং পৌষ এবং মাঘ মাসে সকাল এবং সন্ধ্যায় তা সূর্যকিরণের থেকে অধিক উষ্ণ ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছিল।

শ্লোক ৩১

যে বা উ হ তদ্রথচরণনেমিকৃতপরিখাতাস্তে সপ্ত সিন্ধব আসন্ যত এব কৃতাঃ সপ্ত ভুবো দ্বীপাঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যে; **বা উ হ**—নিশ্চিতভাবে; **তৎ-রথ**—তাঁর রথের; **চরণ**—চাকার; **নেমি**—প্রান্তর দ্বারা; **কৃত**—কৃত; **পরিখাতাঃ**—খাত; **তে**—সেগুলি; **সপ্ত**—সাত; **সিন্ধবঃ**—সমুদ্র; **আসন্**—হয়েছিল; **যতঃ**—যার ফলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **কৃতাঃ**—হয়েছিল; **সপ্ত**—সাত; **ভুবঃ**—ভূমণ্ডলের; **দ্বীপাঃ**—দ্বীপ।

অনুবাদ

প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন তাঁর রথের প্রান্তর দ্বারা যে খাত সৃষ্টি হয়েছিল তা সপ্ত সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল, এবং ভূমণ্ডল সপ্ত দ্বীপে বিভক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অন্তরীক্ষের লোকগুলিকে দ্বীপ বলা হয়। সমুদ্রে যেমন বিভিন্ন দ্বীপ দেখা যায়, তেমনই অন্তরীক্ষরূপ সমুদ্রে বিভিন্ন দ্বীপ চতুর্দশ *লোকে* বিভক্ত হয়েছে। প্রিয়ব্রত যখন সূর্যের পিছনে তাঁর রথ চালিয়েছিলেন, তখন ভূমণ্ডলে বা

ভূর্লোকে সপ্ত সমুদ্র এবং সপ্ত দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছিল। *গায়ত্রী মন্ত্রে* আমরা গাই ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ *সবিতুর্বরেণ্যম্* । ভূলোকের ঊর্ধ্বে রয়েছে ভুবর্লোক এবং তার ঊর্ধ্বে স্বর্গলোক। এই সমস্ত লোক নিয়ন্ত্রণ করেন সবিতা বা সূর্যদেব। প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার ফলে, সূর্যদেবের আরাধনা করা হয়।

শ্লোক ৩২

জম্বুপ্লক্ষশাল্মলিকুশক্রৌঞ্চশাকপুষ্করসংজ্ঞাস্তেষাং পরিমাণং পূর্বস্মাৎপূর্বস্মাদুত্তর উত্তরো যথাসংখ্যং দ্বিগুণমানেন বহিঃ সমন্তত উপক্লুপ্তাঃ ॥ ৩২ ॥

জম্বু—জম্বু; **প্লক্ষ**—প্লক্ষ; **শাল্মলি**—শাল্মলি; **কুশ**—কুশ; **ক্রৌঞ্চ**—ক্রৌঞ্চ; **শাক**—শাক; **পুষ্কর**—পুষ্কর; **সংজ্ঞাঃ**—নামক; **তেষাম্**—তাদের; **পরিমাণম্**—পরিমাপ; **পূর্বস্মাৎ পূর্বস্মাৎ**—পূর্ববর্তী থেকে; **উত্তরঃ উত্তরঃ**—পরবর্তী; **যথা**—ক্রমশ; **সংখ্যম্**—সংখ্যা; **দ্বি-গুণ**—দ্বিগুণ; **মানেন**—মাপের; **বহিঃ**—বাইরে; **সমন্ততঃ**—চতুর্দিকে; **উপক্লুপ্তাঃ**—উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সেই দ্বীপগুলির নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। এই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ ক্রমানুসারে পূর্ব পূর্ব দ্বীপ থেকে পরবর্তী দ্বীপ দ্বিগুণ পরিমাণ। এক-একটি দ্বীপ এক-একটি তরল পদার্থের সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত, এবং তার পরে রয়েছে আর একটি দ্বীপ।

তাৎপর্য

প্রত্যেক লোকের সাগরের তরল পদার্থ ভিন্ন প্রকার। সেগুলি কিভাবে অবস্থিত তার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী শ্লোকে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

ক্ষারোদেক্ষুরসোদসুরোদঘৃতোদক্ষীরোদদধিমণ্ডোদশুদ্ধোদাঃ সপ্ত জলধয়ঃ সপ্ত দ্বীপপরিখা ইবাভ্যন্তরদ্বীপসমানা একৈকশ্যেন যথানুপূর্বং সপ্তস্বপি বহির্দ্বীপেষু পৃথক্পরিত উপকল্পিতাস্তেষু জম্বাদিষু বর্হিষ্মতী-

পতিরনুব্রতানাত্মজানাগ্নীধ্রেধ্মজিহ্বযজ্ঞবাহুহিরণ্যরেতোঘৃতপৃষ্ঠমেধাতিথি-বীতিহোত্রসংজ্ঞান্ যথা সংখ্যেনৈকৈকস্মিন্নেকমেবাধিপতিং বিদধে ॥৩৩॥

ক্ষার—লবণ; **উদ**—জল; **ইক্ষু-রস**—ইক্ষুরস; **উদ**—জল; **সুরা**—সুরা; **উদ**—জল; **ঘৃত**—ঘি; **উদ**—জল; **ক্ষীর**—দুধ; **উদ**—জল; **দধি-মণ্ড**—তরলীকৃত দধি; **উদ**—জল; **শুদ্ধ-উদাঃ**—শুদ্ধ জল; **সপ্ত**—সাত; **জল-ধয়ঃ**—সমুদ্র; **সপ্ত**—সাত; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **পরিখাঃ**—পরিখা; **ইব**—সদৃশ; **অভ্যন্তর**—আভ্যন্তরীণ; **দ্বীপ**—দ্বীপ; **সমানাঃ**—সমান; **এক-একশ্যেন**—একের পর এক; **যথা-অনুপূর্বম্**—ক্রমানুসারে; **সপ্তসু**—সাত; **অপি**—যদিও; **বহিঃ**—বাইরে; **দ্বীপেষু**—দ্বীপে; **পৃথক্**—পৃথক; **পরিতঃ**—চতুর্দিকে; **উপকল্পিতাঃ**—অবস্থিত; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **জম্বু-আদিষু**—জম্বু আদি; **বর্হিষ্মতী**—বর্হিষ্মতীর; **পতিঃ**—পতি; **অনুব্রতান্**—যাঁরা তাঁদের পিতার অনুবর্তী ছিলেন; **আত্ম-জান্**—পুত্রগণ; **আগ্নীধ্র-ইধ্মজিহ্ব-যজ্ঞবাহু-হিরণ্যরেতঃ-ঘৃতপৃষ্ঠ-মেধাতিথি-বীতিহোত্র-সংজ্ঞান্**—আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি এবং বীতিহোত্র নামক; **যথা-সংখ্যেন**—যথা সংখ্যক; **এক-একস্মিন্**—এক-একটি দ্বীপে; **একম্**—একজন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অধি-পতিম্**—রাজা; **বিদধে**—করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই সপ্ত সমুদ্র যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি এবং শুদ্ধ পানীয় জল—এই সপ্তবিধ তরল পদার্থে পূর্ণ। সব কয়টি দ্বীপ এই সমস্ত সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে, এবং সেই দ্বীপসমূহের যেরূপ পরিমাণ, সেই জলধিসমূহের পরিমাণও পর্যায়ক্রমে সেইরূপ। মহারাণী বর্হিষ্মতীর পতি মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পুত্র আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক সপ্ত পুত্রের এক-একজনকে সপ্ত দ্বীপের এক-একটির রাজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

আমরা বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত দ্বীপগুলি বিভিন্ন সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত, এবং এখানে বলা হয়েছে, যে দ্বীপকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র, তার প্রস্থ সেই দ্বীপের সমান। প্রস্থ সমান হলেও সমুদ্রের দৈর্ঘ্য কিন্তু দ্বীপের দৈর্ঘ্যের সমান হতে পারে না। বীররাঘব আচার্যের মতে প্রথম দ্বীপটির প্রস্থ ১,০০,০০০ যোজন। এক যোজন আট মাইলের সমান, অতএব প্রথম দ্বীপটির প্রস্থ হচ্ছে ৮;০০,০০০ মাইল। তাকে ঘিরে রয়েছে যে সমুদ্র তার প্রস্থও তার সমান, কিন্তু তার দৈর্ঘ্য অবশ্যই পৃথক।

শ্লোক ৩৪

দুহিতরং চোর্জস্বতীং নামোশনসে প্রাযচ্ছদ্‌যস্যামাসীদ্ দেবযানী নাম কাব্যসুতা ॥ ৩৪ ॥

দুহিতরম্—কন্যা; **চ**—ও; **ঊর্জস্বতীম্**—ঊর্জস্বতী; **নাম**—নামক; **উশনসে**—মহর্ষি উশনাকে (শুক্রাচার্যকে); **প্রাযচ্ছৎ**—দান করেছিলেন; **যস্যাম্**—যাঁর গর্ভে; **আসীৎ**—হয়েছিল; **দেবযানী**—দেবযানী; **নাম**—নামক; **কাব্য-সুতা**—শুক্রাচার্যের কন্যা।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কন্যা ঊর্জস্বতীকে শুক্রাচার্যের হস্তে সম্প্রদান করেছিলেন। এই কন্যার গর্ভে দেবযানী নামক শুক্রাচার্যের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩৫

নৈবংবিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য
পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিতষড়্‌গুণানাম্ ।
চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত
যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

ন—না; **এবম্-বিধঃ**—এই প্রকার; **পুরুষকারঃ**—ব্যক্তিগত প্রভাব; **উরুক্রমস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পুংসাম্**—ভক্তদের; **তৎ-অঙ্ঘ্রি**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **জিত-ষট্-গুণানাম্**—যাঁরা ছয় প্রকার জড় গুণের প্রভাব জয় করেছেন; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনক; **বিদূর-বিগতঃ**—পঞ্চম বর্ণের মানুষ বা অস্পৃশ্য; **সকৃৎ**—কেবল একবার; **আদদীত**—যদি উচ্চারণ করে; **যৎ**—যাঁর; **নামধেয়ম্**—পবিত্র নাম; **অধুনা**—তৎক্ষণাৎ; **সঃ**—তিনি; **জহাতি**—ত্যাগ করেন; **বন্ধম্**—জড় বন্ধন।

অনুবাদ

হে রাজন্! যে ভক্ত ভগবানের পদরজের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু—এই ছয় প্রকার কষাঘাতের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন এবং মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের

শুদ্ধ ভক্তের কাছে এগুলি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ চার বর্ণের বহির্ভূত কোন অস্পৃশ্য ব্যক্তিও ভগবানের নাম একবার মাত্র স্মরণ করার প্রভাবে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে অচিরেই মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে রাজা প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপের কথা বলছিলেন, এবং তাঁর মনে মহারাজ প্রিয়ব্রতের অদ্ভুত ও অসাধারণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হতে পারে বলে মনে করে, শুকদেব গোস্বামী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "হে রাজন্! মহারাজ প্রিয়ব্রতের আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করবেন না, ভগবানের ভক্তের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব, কারণ ভগবানও উরুক্রম নামে পরিচিত।" উরুক্রম বামনদেবের একটি নাম, যিনি তিন পদক্ষেপ দ্বারা ত্রিভুবন অধিকার করার অতি আশ্চর্যজনক কার্য সম্পাদন করেছিলেন। ভগবান বামনদেব মহারাজ বলির কাছে কেবল ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেছিলেন, এবং বলি মহারাজ যখন তাঁকে তা দিতে স্বীকৃত হন, তখন ভগবান দুই পদ বিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব অধিকার করেছিলেন, এবং তাঁর তৃতীয় পদ বিস্তারের জন্য তিনি বলি মহারাজের মস্তকে তাঁর পদ স্থাপন করেছিলেন। শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাই গেয়েছেন—

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

"যিনি বামনরূপ ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান শ্রীকেশব জয়যুক্ত হোন। হে জগদীশ্বর! আপনি আপনার ভক্তের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন। হে অদ্ভুত বামনদেব! আপনি মহান দৈত্যরাজ বলি মহারাজকে আপনার পদ বিক্ষেপের দ্বারা ছলনা করেছিলেন। আপনার পদ বিস্তারের ফলে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের নখ যখন ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করেছিল, তখন যে জল আপনার নখ স্পর্শ করেছিল, তা গঙ্গারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবদের পবিত্র করে।"

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তাই তিনি এমন কার্য করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। তেমনই, যে ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনিও ভগবানের পদরজের কৃপায় এমন সমস্ত অদ্ভুত কার্য করতে পারেন, যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও

অতীত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দনন্দন! আমি আপনার নিত্য দাস, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ভবসাগরে পতিত হয়েছি। দয়া করে আপনি আমাকে মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে, আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা-সদৃশ গ্রহণ করুন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধূলির সংস্পর্শে আসার শিক্ষা দিয়েছেন, কারণ তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করতে পারব।

জড় শরীরের জন্য প্রতিটি জীব এই জগতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু—এইষড়্গুণের কষাঘাতে সর্বদা জর্জরিত। অন্য আর এক প্রকার *ষড়্গুণ* হচ্ছে মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়। পবিত্র ভক্তের আর কি কথা, অস্পৃশ্য চণ্ডালও যদি একবার মাত্র ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন। কখনও কখনও স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা তর্ক করে যে, মানুষের বর্তমান শরীর যেহেতু তার পূর্বকৃত কর্মের ফল, তাই যারা পূর্বে ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছে, তারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, অতএব দেহান্তর না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। তাই তাদের অভিমত হচ্ছে যে, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে ব্রাহ্মণ শরীর না পাওয়া পর্যন্ত, কাউকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, *বিদূরবিগত* অর্থাৎ অন্ত্যজ চণ্ডালও ভগবানের দিব্য নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার ফলে, ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মানে, তৎক্ষণাৎ তার দেহের পরিবর্তন হয়ে যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করার দীক্ষা প্রাপ্ত হন, তিনি যদি চণ্ডালও হন, তবুও সদ্গুরুর উপদেশ পালন করার ফলে, তাঁর দেহের পরিবর্তন হয়ে যায়। যদিও তাঁর দেহের যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা যায় না, তবুও প্রামাণিক শাস্ত্রের বাণী অনুসারে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, তার দেহের পরিবর্তন হয়েছে। কোন রকম তর্ক না করে সেই কথা মেনে নিতে হবে। এই শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, *স জহাতি বন্ধম্*—"তিনি তাঁর জড় বন্ধন থেকে

মুক্ত হয়ে যান।" মানুষের কর্ম অনুসারে, দেহটি হচ্ছে ভৌতিক বন্ধনের প্রতীক। যদিও কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই না যে, স্থূল দেহের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে, সূক্ষ্ম দেহের তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন হয়, এবং সূক্ষ্ম দেহের পরিবর্তনের ফলে, জীব তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে স্থূল দেহের পরিবর্তন সাধিত হয় সূক্ষ দেহের দ্বারা। স্থূল দেহের বিনাশের পর, সূক্ষ্ম দেহ জীবাত্মাকে অন্য আর একটি স্থূল দেহে নিয়ে যায়। সূক্ষ্ম দেহে মন হচ্ছে প্রধান, এবং তাই কারোর মন যদি সর্বদা ভগবানের লীলা স্মরণে অথবা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার বর্তমান শরীরের ইতিমধ্যেই পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনি পবিত্র হয়ে গেছেন। তাই চণ্ডাল অথবা যে-কোন অধঃপতিত অথবা নিম্ন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৩৬

স এবমপরিমিতবলপরাক্রম একদা তু দেবর্ষিচরণানুশয়নানুপতিতগুণ-বিসর্গসংসর্গেণানির্বৃতমিবাত্মানং মন্যমান আত্মনির্বেদ ইদমাহ ॥ ৩৬ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ প্রিয়ব্রত); **এবম্**—এইভাবে; **অপরিমিত**—অদ্বিতীয়; **বল**—শক্তি; **পরাক্রমঃ**—যাঁর প্রভাব; **একদা**—এক সময়; **তু**—তখন; **দেব-ঋষি**—দেবর্ষি নারদের; **চরণ-অনুশয়ন**—শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে; **অনু**—তারপর; **পতিত**—নিপতিত হয়ে; **গুণ-বিসর্গ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা সৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে; **সংসর্গেণ**—সঙ্গ প্রভাবে; **অনির্বৃতম্**—অসন্তুষ্ট; **ইব**—সদৃশ; **আত্মানম্**—নিজেকে; **মন্যমানঃ**—মনে করে; **আত্ম**—স্বয়ং; **নির্বেদঃ**—বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন তাঁর পূর্ণ শক্তি এবং প্রভাবের দ্বারা তাঁর জড় ঐশ্বর্য উপভোগ করছিলেন, তখন এক সময় তিনি বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন যে, যদিও তিনি দেবর্ষি নারদের কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করেছেন, তবুও তিনি পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছেন। তার ফলে তাঁর মন তখন অশান্ত হয়ে উঠেছিল, এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে তিনি বলতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যিনি ভগবানের সেবা করার জন্য তাঁর স্বধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেন এবং অপরিপক্ক অবস্থায় তাঁর যদি অধঃপতনও হয়, তবুও তাঁর অসফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি তার স্বধর্মগত বৃত্তিতে পূর্ণরূপে যুক্ত থাকে, তাহলেও তার কোন লাভ হয় না।" কেউ যদি কোন না কোনও ভাবে কোন মহান বৈষ্ণবের শরণাগত হন এবং আবেগের বশবর্তী হয়ে অথবা তত্ত্ব উপলব্ধির ফলে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, কিন্তু কালক্রমে যদি অপরিপক্ক অবস্থার ফলে তাঁর অধঃপতন হয়, তাহলে সেটা তাঁর অধঃপতন নয়, কারণ কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হওয়ার যে ফল তা নিত্য। তাই কারও যদি অধঃপতনও হয়, তাহলে সাময়িকভাবে তার প্রগতি প্রতিহত হতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে তা পুনরায় প্রকাশিত হবে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে ভগবানের ধামে ফিরে যাবার জন্য সেবা করছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতার অনুরোধে তাঁকে পুনরায় বৈষয়িক জীবনে ফিরে আসতে হয়েছিল। কিন্তু, যথাসময়ে, তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির কৃপায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ভাবনা তাঁর পুনর্জাগরিত হয়েছিল।

ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) বলা হয়েছে, *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে* । ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করার সময় কারও যদি অধঃপতন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি দেবসদৃশ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন এবং সেই জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পর, তিনি কোন অভিজাত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করার সুযোগ পান। প্রিয়ব্রতের জীবনে তা প্রকৃতপক্ষে হয়েছিল। এই সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন তিনি। যথাসময়ে তাঁর আর জড় ঐশ্বর্য, পত্নী, রাজ্য, পুত্র, ইত্যাদি ভোগ করার কোন ইচ্ছা ছিল না, পক্ষান্তরে তিনি সেই সব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাই মহারাজ প্রিয়ব্রতের জড় ঐশ্বর্যের বর্ণনা করার পর, এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী তাঁর বৈরাগ্যের প্রবৃত্তির কথা বর্ণনা করেছেন।

দেবর্ষি-চরণানুশয়ন কথাটি ইঙ্গিত করে যে, মহারাজ প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা এবং বিধিনিষেধ কঠোরতা সহকারে পালন করছিলেন। কঠোরতা সহকারে বিধিনিষেধগুলি পালন করা সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*দণ্ডবৎ-প্রণামাস্তান্ অনুপতিতঃ* । শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করার ফলে এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর নির্দেশ পালন করার ফলে, শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতি সাধন হয়। মহারাজ প্রিয়ব্রত নিয়মিতভাবে তা করছিলেন।

জীব যতক্ষণ জড়া প্রকৃতিতে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবাধীন *(গুণবিসর্গ)* থাকতে হয়। এমন নয় যে মহারাজ প্রিয়ব্রতের যেহেতু সমস্ত জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল, তাই তিনি জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। এই জড় জগতে ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই জড়া প্রকৃতির প্রভাবাধীন থাকতে হয়, কারণ ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র্য উভয়ই জড়া প্রকৃতির গুণজাত। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৭) বলা হয়েছে—*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ* । জড়া প্রকৃতির যে-যে গুণের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই, সেই-সেই গুণ অনুসারে প্রকৃতি আমাদের জড় জগৎকে ভোগ করার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন।

শ্লোক ৩৭

অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোঽহমিন্দ্রিয়ৈরবিদ্যারচিত-বিষমবিষয়ান্ধকূপে তদলমলমমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিঙ্ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার ॥ ৩৭ ॥

অহো—হায়; **অসাধু**—অন্যায়; **অনুষ্ঠিতম্**—অনুষ্ঠান করেছে; **যৎ**—কারণ; **অভিনিবেশিতঃ**—সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে; **অহম্**—আমি; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **রচিত**—বিরচিত; **বিষম**—দুঃখদায়ক; **বিষয়**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **অন্ধ-কূপে**—অন্ধকূপে; **তৎ**—তা; **অলম্**—নগণ্য; **অলম্**—নিষ্প্রয়োজন; **অমুষ্যাঃ**—তাঁর; **বনিতায়াঃ**—পত্নী; **বিনোদ-মৃগম্**—ক্রীড়ামৃগ; **মাম্**—আমাকে; **ধিক্**—ধিক্কার; **ধিক্**—ধিক্কার; **ইতি**—এইভাবে; **গর্হয়াম্**—নিন্দা; **চকার**—করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা নিজের নিন্দা করে বলেছিলেন—হায়! ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য আমি কত অধঃপতিত হয়েছি! আমি জড়সুখ ভোগের জন্য বিষয়রূপ অন্ধকূপে

নিমজ্জিত হয়েছি। যথেষ্ট হয়েছে! আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চাই না। আমি আমার পত্নীর ক্রীড়ামৃগতুল্য হয়ে পড়েছি। আমাকে ধিক্! আমাকে ধিক্!

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রতের আচরণ থেকে বোঝা যায় জড়-জাগতিক জ্ঞানের উন্নতি কত নিন্দনীয়। তিনি রাত্রিতেও আলোক প্রদানকারী আর একটি সূর্য সৃষ্টি করার মতো অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেছিলেন, এবং তিনি এমন একটি বিশাল রথ তৈরি করেছিলেন যার চাকার প্রভাবে বিশাল সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত কার্যকলাপ এমনই মহান যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনাও করতে পারে না তা কি করে সম্ভব। মহারাজ প্রিয়ব্রত অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল জড় সুখভোগ, রাজ্যশাসন এবং সেই সূত্রে তিনি তাঁর সুন্দরী পত্নীর ক্রীড়ামৃগে পরিণত হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। আমরা যখন মহারাজ প্রিয়ব্রতের দৃষ্টান্ত বিচার করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আধুনিক সভ্যতা কত অধঃপতিত। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এবং অন্য সমস্ত জড়বাদীরা বড় বড় সেতু, রাস্তাঘাট এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করার গর্বে গর্বিত, কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপ মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপের কাছে অত্যন্ত নগণ্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত যদি তাঁর অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করা সত্ত্বেও এইভাবে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের তথাকথিত জড়-জাগতিক উন্নতির ফলে নিজেদের কিভাবে ধিক্কার দেওয়া উচিত। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের সমস্যার সমাধানে এই প্রকার উন্নতি কোন সাহায্য করে না। দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক যুগের মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, তারা কিভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের সেই অবস্থা কত নিন্দনীয়। তাদের পরবর্তী জীবনে তারা যে কি প্রকার শরীর প্রাপ্ত হবে, তা পর্যন্তও তারা জানে না। আধ্যাত্মিক প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল রাজ্য, সুন্দরী স্ত্রী এবং অদ্ভুত জাগতিক কার্যকলাপ প্রতিবন্ধক স্বরূপ। মহারাজ প্রিয়ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে দেবর্ষি নারদের সেবা করেছিলেন, তাই জাগতিক ঐশ্বর্য স্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচলিত হননি। তিনি পুনরায় কৃষ্ণভক্তির মার্গে ফিরে এসেছিলেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

"ভগবদ্ভক্তির কখনও বিনাশ অথবা হ্রাস হয় না। তার অতি অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় থেকে জীবকে রক্ষা করে।" (*ভগবদ্গীতা* ২/৪০) মহারাজ প্রিয়ব্রতের এই প্রকার বৈরাগ্য সম্ভব হয়েছিল কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবেই। সাধারণত কেউ যখন ক্ষমতা, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর গৃহ এবং খ্যাতি লাভ করেন, তখন তিনি গভীরভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু মহারাজ প্রিয়ব্রত যেহেতু দেবর্ষি নারদের কাছে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

পরদেবতাপ্রসাদাধিগতাত্মপ্রত্যবমর্শেনানুপ্রবৃত্তেভ্যঃ পুত্রেভ্য ইমাং যথাদায়ং বিভজ্য ভুক্তভোগাং চ মহিষীং মৃতকমিব সহমহাবিভূতিমপহায় স্বয়ং নিহিতনির্বেদো হৃদি গৃহীতহরিবিহারানুভাবো ভগবতো নারদস্য পদবীং পুনরেবানুসসার ॥ ৩৮ ॥

পর-দেবতা— পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রসাদ**—কৃপার দ্বারা; **অধিগত**—লাভ করেছিলেন; **আত্ম-প্রত্যবমর্শেন**—আত্ম-উপলব্ধির দ্বারা; **অনুপ্রবৃত্তেভ্যঃ**—যথাযথভাবে তাঁর পন্থা অনুসরণকারী; **পুত্রেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **ইমাম্**—এই পৃথিবী; **যথা-দায়ম্**—উত্তরাধিকার সূত্রে; **বিভজ্য**—ভাগ করে; **ভুক্ত-ভোগাম্**—নানাভাবে তিনি যা ভোগ করেছিলেন; **চ**—ও; **মহিষীম্**—মহারাণীকে; **মৃতকম্ ইব**—ঠিক একটি মৃত শরীরের মতো; **সহ**—সহ; **মহা-বিভূতিম্**—মহান ঐশ্বর্য; **অপহায়**—পরিত্যাগ করে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নিহিত**—পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; **নির্বেদঃ**—বৈরাগ্য; **হৃদি**—হৃদয়ে; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছিলেন; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **বিহার**—লীলাবিলাস; **অনুভাবঃ**—এইভাবে; **ভগবতঃ**—মহাপুরুষের; **নারদস্য**—নারদ মুনির; **পদবীম্**—পদ; **পুনঃ**—পুনরায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুসসার**—অনুসরণ করতে শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, মহারাজ প্রিয়ব্রতের স্বরূপ-উপলব্ধি পুনর্জাগরিত হয়েছিল। তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছিলেন। যাঁর সঙ্গে তিনি বহু ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেছিলেন সেই পত্নী এবং তাঁর মহান ঐশ্বর্যসমন্বিত রাজ্যসহ তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে

বন্ধনমুক্ত হয়েছিলেন। সম্পূর্ণরূপে নির্মল তাঁর হৃদয় তখন ভগবানের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি কৃষ্ণভক্তির চিন্ময় মার্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় যে পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা পুনরায় গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন—*চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্*—হৃদয় নির্মল হওয়া মাত্রই ভব মহাদাবাগ্নি তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হয়। আমাদের হৃদয় ভগবানের লীলাভূমি। অর্থাৎ, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করা, যে সম্বন্ধে ভগবান নিজেই উপদেশ দিয়েছেন—*মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মৎযাজী মাং নমস্কুরু* । সেটিই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। যার হৃদয় নির্মল নয়, সে কখনও ভগবানের চিন্ময় লীলা স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি পুনরায় তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্থাপন করতে পারেন, তাহলে তিনি অনায়াসে সমস্ত জড়-জাগতিক আসক্তি পরিত্যাগ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। মায়াবাদী, যোগী এবং জ্ঞানীরা *ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা*—"এই জগৎ মিথ্যা। এর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা ব্রহ্মকে আশ্রয় করব"—এই বলে এই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু এই প্রকার পুঁথিগত বিদ্যা কোনও ভাবেই তাদের সাহায্য করে না। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে ব্রহ্মই হচ্ছে বাস্তব সত্য, তাহলে মহারাজ অম্বরীষের মতো আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করতে হবে (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*)। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে হয়। তখনই কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার শক্তি লাভ করা যায়।

মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর রাজ্যলক্ষ্মী, এবং তাঁর অত্যন্ত সুন্দরী মহিষীকে মৃতদেহের মতো পরিত্যাগ করেছিলেন। পত্নী যতই সুন্দরী হোক না কেন এবং তার অঙ্গসৌষ্ঠব যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তার মৃত্যুর পর তার সেই দেহের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। মানুষ সুন্দরী রমণীর সৌন্দর্যের কত প্রশংসা করে, কিন্তু সেই দেহটি থেকে আত্মা যখন চলে যায়, তখন সব চাইতে কামুক ব্যক্তিরও সেই দেহটির প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত ভগবানের কৃপায় এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁর সুন্দরী পত্নী জীবিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক যেভাবে মানুষ তার মৃত পত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে সর্বশক্তিমান ভগবান! আমার ধন সংগ্রহ করার কোন বাসনা নেই, সুন্দরী রমণীর সঙ্গ করার কোন বাসনা নেই, এমনকি বহু অনুগামী লাভ করার বাসনাও আমার নেই। আমি কেবল চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরে যেন আমি আপনার অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।" যাঁরা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চান, তাঁদের পক্ষে জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সুন্দরী রমণীর প্রতি আসক্তি দুটিই মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। এই প্রকার আসক্তি আত্মহত্যার থেকেও অধিক নিন্দনীয়। তাই যাঁরা অবিদ্যার অন্ধকার অতিক্রম করতে অভিলাষী, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, তাঁদের কামিনী এবং কাঞ্চনের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত যখন এই আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রশান্ত চিত্তে দেবর্ষি নারদের উপদেশ পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

তস্য হ বা এতে শ্লোকাঃ—
প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম কো নু কুর্যাদ্বিনেশ্বরম্ ।
যো নেমিনিম্নৈরকরোচ্ছায়াং ঘ্নন্ সপ্ত বারিধীন্ ॥ ৩৯ ॥

তস্য—তাঁর; **হ বা**—নিশ্চিতভাবে; **এতে**—এই সমস্ত; **শ্লোকাঃ**—শ্লোকসমূহ; **প্রিয়ব্রত**—মহারাজ প্রিয়ব্রতের দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **কর্ম**—কার্যকলাপ; **কঃ**—কে; **নু**—তাহলে; **কুর্যাৎ**—সম্পাদন করতে পারে; **বিনা**—ব্যতীত; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যঃ**—যিনি; **নেমি**—তাঁর রথের চাকার প্রান্তের; **নিম্নৈঃ**—চাপের ফলে; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ছায়াম্**—অন্ধকার; **ঘ্নন্**—দূর করে; **সপ্ত**—সাত; **বারিধীন্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে—"মহারাজ প্রিয়ব্রত যে-সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন, তা পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। মহারাজ প্রিয়ব্রত রাত্রির অন্ধকার দূর করেছিলেন, এবং তাঁর মহান রথের চাকার দ্বারা সাতটি সমুদ্র খনন করেছিলেন।"

তাৎপর্য

মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সারা জগতে বহু প্রসিদ্ধ শ্লোক প্রচলিত রয়েছে। তিনি এতই বিখ্যাত ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপের তুলনা করা হয়। কখনও কখনও ভগবানের ঐকান্তিক সেবক এবং ভক্তকেও ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়। শ্রীনারদকে ভগবান বলা হয়, শিব এবং ব্যাসদেবকেও কখনও কখনও ভগবান বলা হয়। ভগবানের কৃপায় কখনও কখনও শুদ্ধ ভক্তকে ভগবান পদবীটি প্রদান করা হয় তাঁর প্রতি বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। মহারাজ প্রিয়ব্রত ছিলেন এমনই এক ভক্ত।

শ্লোক ৪০

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদ্‌গিরিবনাদিভিঃ ।
সীমা চ ভূতনির্বৃত্যৈ দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ ॥ ৪০ ॥

ভূ-সংস্থানম্—পৃথিবীর স্থিতি; **কৃতম্**—করে; **যেন**—যার দ্বারা; **সরিৎ**—নদীসমূহের দ্বারা; **গিরি**—পাহাড় এবং পর্বতসমূহের দ্বারা; **বন-আদিভিঃ**—অরণ্য আদির দ্বারা; **সীমা**—সীমারেখা; **চ**—ও; **ভূত**—বিভিন্ন রাষ্ট্রের; **নির্বৃত্যৈ**—যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য; **দ্বীপে দ্বীপে**—বিভিন্ন দ্বীপে; **বিভাগশঃ**—ভিন্ন ভিন্নভাবে।

অনুবাদ

"বিভিন্ন মানুষদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করার জন্য মহারাজ প্রিয়ব্রত প্রতি দ্বীপে নদী, পর্বত ও বন ইত্যাদির দ্বারা সীমারেখা নির্ধারিত করেছিলেন, যাতে একে অন্যের সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ না করে।"

তাৎপর্য

রাজ্যের সীমারেখা নির্ধারণ করার যে আদর্শ মহারাজ প্রিয়ব্রত স্থাপন করে গেছেন, তা আজও অনুসরণ করা হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন জাতির মানুষদের বসবাসের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্ধারিত হয়েছে, এবং তাই সেই সমস্ত স্থানগুলি, যেগুলিকে দ্বীপ বলা হয়, সেইগুলির সীমারেখা বিভিন্ন নদী, বন এবং পর্বতের দ্বারা নির্ধারিত করা উচিত। পৃথু মহারাজ সম্পর্কেও এই কথা বলা হয়েছে, যাঁর জন্ম হয়েছিল তাঁর মৃত পিতার শরীর থেকে ঋষিদের হস্তক্ষেপের ফলে। মহারাজ পৃথুর পিতা ছিলেন অত্যন্ত পাপী, এবং তাই প্রথমে তার মৃতদেহ থেকে নিষাদ নামক এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। নিষাদ জাতির বাসস্থান

অরণ্যে নির্ধারিত হয়েছিল, কারণ তারা ছিল স্বভাবত চোর এবং দুর্বৃত্ত। পশুরা যেমন বন এবং পর্বতে থাকে, তেমনই পশুসদৃশ মানুষেরাও সেই প্রকার স্থানে বসবাস করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সভ্য জীবনে উন্নীত হতে পারে না, কারণ মানুষ তার গুণ এবং কর্ম অনুসারে প্রকৃতির নিয়মে বিশেষ স্থানে থাকতে বাধ্য। মানুষ যদি শান্তিপূর্বক পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করতে হবে, কারণ দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকলে জীবনের সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহারাজ প্রিয়ব্রত এই ভূমণ্ডলকে বিভিন্ন দ্বীপে বিভক্ত করেছিলেন যাতে বিভিন্ন জাতির মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম না করে। মহারাজ প্রিয়ব্রত যে বিভাগ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তার থেকেই ক্রমশ আধুনিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ হয়েছে।

শ্লোক ৪১

ভৌমং দিব্যং মানুষং চ মহিত্বং কর্মযোগজম্ ।
যশ্চক্রে নিরয়ৌপম্যং পুরুষানুজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ভৌমম্—অধোলোকের; **দিব্যম্**—স্বর্গ; **মানুষম্**—মানুষদের; **চ**—ও; **মহিত্বম্**—সমগ্র ঐশ্বর্য; **কর্ম**—সকাম কর্মের দ্বারা; **যোগ**—যোগশক্তির দ্বারা; **জম্**—জাত; **যঃ**—যিনি; **চক্রে**—করেছিলেন; **নিরয়**—নরক; **ঔপম্যম্**—উপমা বা সাদৃশ্য; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অনুজন**—ভক্তকে; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

"নারদ মুনির মহান অনুগামী এবং ভক্ত মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর কর্ম এবং যোগশক্তির প্রভাবে যে ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা অধোলোকের, স্বর্গলোকের বা নরলোকের হলেও তিনি তা নরকতুল্য বলে মনে করেছিলেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, ভগবদ্ভক্তের পদ এতই উন্নত যে, তিনি কোনও রকম জাগতিক ঐশ্বর্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। পৃথিবী, স্বর্গলোক এবং পাতাললোকে নানা প্রকার ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত জানেন যে, এই সমস্তই জড় এবং তার ফলে তিনি সেগুলির প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হন না।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* । কখনও কখনও যোগী এবং জ্ঞানীরা মুক্তি লাভ করার জন্য এবং চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করার জন্য স্বেচ্ছায় জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাদের এই বৈরাগ্য কৃত্রিম হওয়ার ফলে, প্রায়ই তাদের অধঃপতন হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নততর স্বাদ আস্বাদন করা অবশ্য কর্তব্য, তাহলেই কেবল জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করা যায়। মহারাজ প্রিয়ব্রত পূর্বেই চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেছিলেন, এবং তাই অধঃ, ঊর্ধ্ব অথবা মধ্যলোকে লব্ধ কোনও রকম জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না।

ইতি 'মহারাজ প্রিয়ব্রতের কার্যকলাপ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।